কোরক

ভাগ - 2

শ্রেণি – II

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সট্বুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডণীয় অপরাধ।

@ বিহার স্টেট টেক্সট্‌বুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযান ঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটিকে বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত করা হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনার বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপ নির্দেশক
  তিরহুত প্রমন্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** -- শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** -- শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** -- নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পান্ডেয়** -- কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** -- সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** -- প্রাচার্য,

সংযোজক :

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

ড০ গুরুচরণ সামন্ত

অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক বাংলা বিভাগ,
কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বি. এন. কলেজ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

ড০ বীথিকা সরকার

শিক্ষক, পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা,

সমীক্ষক

ড০ শুভ্রা গুপ্ত

ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বি. আর. এ, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফ্ফরপুর

ড০ মায়া ভট্টাচার্য

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান,
বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়,
পাটনা

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — ''শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।'' এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

সম্পাদকের ভূমিকা

কোরক, দ্বিতীয় ভাগ, মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার দ্বিতীয় পাঠ্য - পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে। এটি সাহিত্য পুস্তক নয়।

কোরক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম চরণে 'শোনা' তারপর 'বলা', পড়া ও লেখা। শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে। মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে। এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে। শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা। ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে। পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশে অনুশীলন যুক্ত পাঠ গুলির বাইরে ছয়টি কবিতা পরিবেশন করা হয়েছে। এগুলি পরীক্ষার আওতায় আসবে না। তবে এই কবিতাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয় ও শান্তিপুর কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে- সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয়।

বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল। আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হোল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক ভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক, সৃজনশীল পরামর্শ অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করব।

কোথায় কী আছে

বিষয়			পৃষ্ঠা
1.	মনের মত বই	—	1 - 2
2.	খোকনের বিয়ে	—	3 - 4
3.	বোকা কুমিরের গল্প	—	5 - 7
4.	বাঁধ মেরামত	—	8 - 10
5.	রথের মেলা	—	11 - 12
6.	উৎসবের আয়োজন	—	13 - 15
7.	টাট্টু ঘোড়া	—	16 - 19
8.	অন্নদার বিপদ	—	20 - 23
9.	ঝড়	—	24 - 25
10.	হঠাৎ বিপত্তি	—	26 - 28
11.	হাতির দয়া	—	29 - 33
12.	ইচ্ছে করে	—	34 - 35
13.	নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন	—	36 - 39
14.	ফাল্গুন	—	40 - 42
15.	বাঘ শিকারের মজা	—	43 - 48
16.	চাঁদের টিপ	—	49 - 51

বিষয়		পৃষ্ঠা
17. গাছ আমাদের বন্ধু	—	52 - 57
18. গল্প ভালো আমায় বলো	—	58 - 63
19. এক সপ্তাহের ফসল	—	64 - 64
20. হাঁস কার	—	65 - 68
21. বর্ষ পঞ্জী	—	69 - 70
22. সমাজ সেবক	—	71 - 73
23. কবিতা গুচ্ছ	—	74 - 74
(ক) উৎসব	—	75 - 75
(খ) সরস্বতী	—	76 - 76
(গ) দূরের পাল্লা	—	77 - 77
(ঘ) সাত সকাল	—	78 - 78
(ঙ) ভর দুপুরে	—	79 - 79
(চ) ছাগল ছানা	—	80 - 80

মনের মতন বই

মনের মতন বই পেয়েছি
আর কে আমায় পায়রে,
পড়বো আমি গড়গড়িয়ে
শুনবি তোরা আয়রে।

কেবল হাসি কেবল মজা
আয়রে ছুটে পটলা ভজা
জটলা করে আয়রে সবে
ও ভাই নিরালায় রে ।

এসো করি

1. ছড়াটি পাঠ করো আর না দেখে খাতায় লিখে ফেলো ।
2. তোমার মনের মত দুইটি বইয়ের নাম বলো ।
3. মানে শিখে নাও

   জটলা — এক জোট হওয়া

   নিরালা — এমন জায়গা যেখানে মানুষজন কম ।

খোকনের বিয়ে

আজ খোকনের অধিবাস, কাল খোকনের বিয়ে,
খোকনকে যে নিয়ে যাব দিঙ্‌নগর দিয়ে ।
দিঙ্‌নগরের মেয়ে গুলি নাইতে নেমেছে,
চিকন কালো চুলের গোছা ঝাড়তে লেগেছে,

গলায় তাদের মুক্তা মালা, রক্ত ছুটেছে
পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে ।
দুই দিকে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
একটি নিলে গুরুঠাকুর, একটি নিলে টিয়ে—
টিয়ের মায়ের বিয়ে হ'ল লাল গামছা দিয়ে।
অশথ্ পাতা ধনে   গৌরী বেটী কনে,
    নকা বেটা বর —
ঢ্যাম্ কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে, চড়ক ডাঙায় ঘর ।

নিজে করো

1. ছড়াটি মুখস্ত করো আর আবৃত্তি করো

গলায় তাদের মুক্তা মালা, রক্ত ছুটেছে
পরনেতে ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে ।
দুই দিকে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠেছে।
একটি নিলে গুরুঠাকুর, একটি নিলে টিয়ে—
টিয়ের মায়ের বিয়ে হ'ল লাল গামছা দিয়ে।
অশথ্ পাতা ধনে গৌরী বেটী কনে,
নকা বেটা বর —
ঢ্যাম্ কুড়-কুড় বাদ্যি বাজে, চড়ক ডাঙায় ঘর ।

নিজে করো

1. ছড়াটি মুখস্ত করো আর আবৃত্তি করো

বোকা কুমিরের গল্প

(য - ফলা)

এক ছিল শেয়াল । সে ভারি চালাক । আর এক ছিল কুমির । সে ভারি বোকা । তাদের বাসা ছিল বিদ্যাধরী নদীর মধ্যেখানে একটা চরে । তারা ঠিক করল চাষ করবে। কিসের চাষ ? আলুর চাষ । কুমির জানত না যে আলু হয় মাটির নীচে । শেয়ালকে ঠকাবার জন্য সে বললে — গাছের আগার দিক আমার । গোড়ার দিক তোমার ।

আলু হ'ল । কুমির আগার দিকে লতা কেটে নিয়ে এল বাড়ি । এনে দ্যাখে সামান্য একটা আলুও তাতে নেই । তখন মাঠে ফিরে গিয়ে দেখে, শেয়াল ঠ্যাঙ দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর অসংখ্য আলু বের করছে । কুমির ভাবলে, ঠিক আছে ! এবার না হয় ঠকেছি । অন্য বার দেখে নেব ।

পরের বার হ'ল ধানের চাষ । কুমির ভাবলে, এবারে ভাগ্য ফেরাতেই হবে । এই ভেবে, সে শেয়ালকে ডেকে বললে, ভায়া, শুনলাম তুমি নাকি ভেবেছ এবার আমিই আগে ফসলের ভাগ নেব ? না, না, তুমি মিথ্যে ভয় পেওনা সত্যি বলছি, এবারে তুমি আগে ভাগ নিও । আমি বাধ্য ছেলের মত পরে নেব । তুমিই আগাটা নিও, আমি না হয় গোড়াটাই নেব । শেয়াল মুচকি হেঁসে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে । অসংখ্য ধন্যবাদ ।

তারপর যখন ধান হ'ল শেয়াল আগা কেটে বাড়ি নিয়ে গেল । পরে কুমির এল নাচতে নাচতে । এসে, মাটি খুঁড়ে দ্যাখে গোড়ায় কিছুই নেই । মধ্যেখান থেকে খড়গুলোও গেল ।

অসহ্য দুঃখ ও ব্যথায় তার চোখে জল এসে গেল ।

নিজে করো

1. লেখো —

বিদ্যা — দ্‌ + য = দ্য, বিদ্যা, উদ্যোগ

মধ্যে — ধ্‌ + য = ধ্য, ধ্যে, মধ্যে, বাধ্য

হ্যাঁ — হ্‌ + য = হ্য, হ্যাঁ, হ্যাংলা

ধন্য — ণ্‌ + য = ন্য, ধন্য, জন্যে, বন্য, বন্যা

2. পড়ো ও লেখো —

গদ্য, পদ্য, খাদ্য, শূন্য, সত্য, নিত্য, রাজ্য,

খাদ্য, মৎস্য, বন্যা, কন্যা, অন্যায়, বিদ্যুৎ, সামান্য,

অসংখ্য, ইত্যাদি, অভ্যাস, বাল্যকাল, বিদ্যালয়

3. এই ফসলগুলি গাছের কোথায় ফলে, বলো —

আলু, বেগুন, ধান, কুমড়ো, মূলো, সিম, কচু, কাঁঠাল, আম।

	মাটির নিচে	গাছের ডালে	গাছের আগায়
ক			
খ			
গ			

4. ভেবে বলো —

কুমির কেন আলু গাছের আগা চেয়ে নিয়েছিল ?
কুমির ধান চাষ করেও কেন ধান পেল না ?

বাঁধ মেরামত
(রেফ্)

বর্ষা কাল । দু দিন সূর্যের দেখা নেই । সুবর্ণরেখা নদীতে বন্যা এসেছে । নদীর মূর্তি ভয়ঙ্কর । ঘোলা জলের ঘূর্ণি গর্জন করে ছুটছে । পর্বতের মত ঢেউ বাঁধের পাড়ে আছড়ে পড়ছে ।

দুর্গানগরের পূর্ব দিকের বাঁধে গর্ত দেখা দিয়েছে । বাঁধ ভাঙলে সর্বনাশ হবে । দু পাশের শহর গাঁ সব ডুবে যাবে । খেতের সব ফসল যাবে নদীর গর্তে ।

বাঁধের হাল দেখে পূর্ণ - সর্দার হাঁক দিল, — সবাই এস ! ছুটে এস ! বাধ বাঁধতে হবে ।

দুর্গাদাস দলবল নিয়ে ছুটে এল । ছুটে এল হর্ষবর্ধনের পাড়ার লোকেরা । পাশের গাঁয়ের মোড়ল নির্মল মুখার্জি । তাঁর নির্দেশে সে — গাঁয়ের কৃষক সভার কর্মীরাও এসে গেল। হাতের কাছে যে যা পেল, তুলে আনল । কোদাল ঝুড়ি, কড়াই,

বালতি, গামলা ইত্যাদি ।

অর্ধেক লোক ঝপাঝপ কোদাল মাটি কাটল । বাকি অর্ধেক লোক সেই মাটি বয়ে নিয়ে এল। গর্ত ভর্তি করল । বাঁধের অন্যান্য দুর্বল জায়গাগুলি মেরামত করল ।

বন্যার হাত থেকে গাঁ বাঁচল । তবে, এখন সর্বদা বাঁধে পাহারা দিতে হবে । দিন রাতের পাহারা। হাতে টর্চ ও বর্শা এবং মনে দুর্জয় সাহস নিয়ে পাহারাদাররা টহল দেবে।

নিজে করো

1. লেখো —

বর্ষা	—	র্	+	ষ	=	র্ষ,	বর্ষা,	বার্ষিক,	বর্ষ ।
সূর্য	—	র্	+	য	=	র্য,	সূর্য,	কার্য,	ধৈর্য ।
দুর্গা	—	র্	+	গ	=	র্গ,	দুর্গা,	দুর্গতি,	দুর্গম ।
অর্ধেক	—	র্	+	ধ	=	র্ধ,	অর্ধেক,	অর্ধ,	বর্ধণ ।

2. পড়ো ও লেখো —

ভর্তি,	ধর্ম,	সর্বদা,	তীর্থ,
অর্থ,	সর্দি,	দুর্দিন,	নির্দয়,
নর্দমা,	র্জদা,	উর্বর,	কর্ম,
বর্ণ,	দুর্ভাবনা,	দুদিন,	কর্তা,
তর্ক			

3. **পড়ো ও বোঝো** —

পর্বত — পাহাড় | গর্তে — ভিতরে | পূর্ণ — পুরো ☐

নির্দেশ — হুকুম | কৃষক — চাষী | কর্মী — কাজের লোক

সর্বদা — সবসময়

4. **রেফ - ওয়ালা কথা দিয়ে ফাঁকা ঘরগুলি পূরণ কর** —

বাধ ভাঙলে স ☐ নাশ হবে।

পূ ☐ স ☐ র হাঁক দিল।

গাঁয়ের মোড়ল নি ☐ ল মুখা ☐

হাতে ট ☐ ও ☐ ব

5. **বলতো** —

কোন্ নদীতে বন্যা এসেছে ? বাঁধ ভাঙলে কী হবে ? কী দিয়ে মাটি কাটা হলো ?

মুখস্ত করো ও আবৃত্তি করো —

পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে দীর্ঘ নিশি শেষে।
আঁধার মুছে ফুল ফোটাবে আলোর রথে এসে।
বর্ষাকালে পর্বতেরই গর্ভ থেকে উঠে ।

রথের মেলা

রথের মেলা পথের ধারে
খুব জমেছে শুক্রবারে।
পুতুল নাচে, ভালুক নাচে
ভিড় জমেছে তাদের কাছে।
বাজির খেলা, চিড়িয়াখানা,
টিকিট কেটে যাই চল না।
নাগর দোলা, চরকি বাজি
ঘুরতে তাতে সবাই রাজি।
তাল ফুলুরি, পাপড় ভাজা
বরফি, মেঠাই, নিমকি, খাজা,
প্যাঁজ ফুলুরি, গরম মুড়ি।
ঠোঙায় ভরা যায় যে উড়ি।

খেলনা, পুতুল, কাঠের রথে,
ভিড় গিজগিজ মেলার পথে ।
রথের মেলা, রথের মেলা
শেষ হয়েছে সাঁঝের বেলা ।

নিজে করো

1. **কবিতাটি মুখস্ত করো এবং আবৃত্তি করো**
2. **কবিতাটি পড়ে নিচের খালি জায়গা গুলি ভরো —**

(ক) রথের মেলা .... ।

(খ) খুব জমেছে .... ।

(গ) পুতুল, নাচে, ভালুক নাচে .... ।

(ঘ) .... তাদের কাছে ।

(ঙ) .... কেটে যাই চল না ।

3. মেলায় দেখবার জিনিসগুলির নাম বলো ।
মেলায় খাবার জিনিসগুলির নাম বলো ।
মেলায় কেনবার জিনিসগুলির নাম বলো ।

উৎসবের আয়োজন

(র — ফলা)

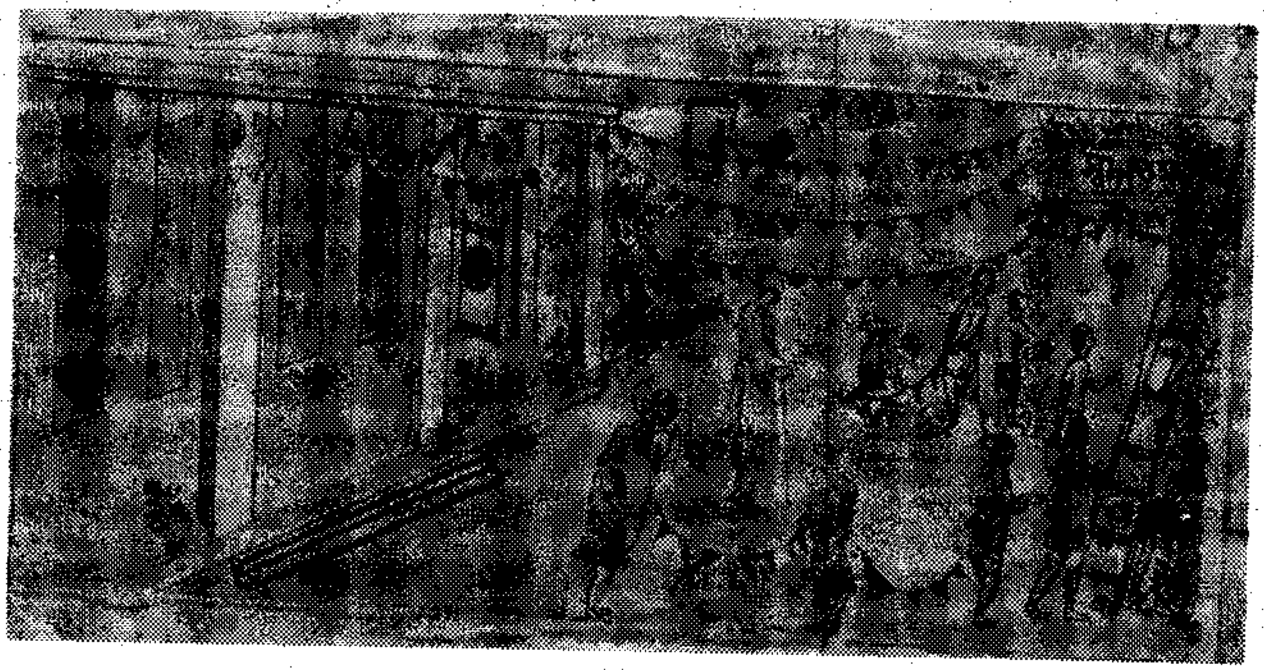

বিক্রমহাট আমাদের গ্রাম। আত্রাই নদীর ধারে। আমরা গ্রামেরই প্রাথমিক ইস্কুলের ছাত্র ছাত্রী। শ্রাবণ মাসে ইস্কুলটির পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে। তারই উৎসবের আয়োজন চলছে।

বাবার কাছে ইস্কুলের কাহিনি শুনেছি। গ্রামবাসীরা প্রাণপণ পরিশ্রম করে ছিল। দিন রাত্রি অবিশ্রাম খেটে দেয়াল গেঁথে, চালা বেঁধে বাড়ি তুলে ছিল। চাঁদা তুলে আসবাব পত্র কিনে ছিল। অন্য জিনিস পত্রও জোগাড় করেছিল।

আক্রাম মিএগ্র তার জমিটা ইস্কুলকে বিক্রি করেছিলেন। তিনি ট্রেন ড্রাইভারের চাকরি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছিলেন। তাঁরই জমিতে তৈরী হয়েছিল খেলার মাঠ আর বাগান। তখন গ্রামের প্রধান ছিলেন বিপ্রদাস পাত্র।

তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত দু'বছর হেড মাস্টারের কাজ করেছিলেন। শ্রমদান করেছিলেন। কোন বেতন নেননি। তার পরের হেড মাস্টার এসেছিলেন সাঁত্রাগাছি থেকে। তাঁর নাম শ্রীপতি মিত্র। পরিশ্রমের ফলে আজ ইস্কুলের এত নাম। লেখা পড়া ও খেলা ধূলায় সুখ্যাতি। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার ও চরিত্রের এত সুনাম।

সেই ইস্কুলের উৎসব হবে। শ্রাবণ থেকে ভাদ্র এই একমাস উৎসব হবে। প্রতি শুক্রবার হবে প্রভাত ফেরী। প্রতি রবিবার হবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রচনা প্রতিযোগিতা ও হবে। ভাদ্র মাসে শেষ রবিবার হবে "আনন্দ-মেলা"। সেই রাত্রে নাচ-গান-নাটক করাবেন শুভ্রা দিদিমনি। এরই মধ্যে তিনি সহস্রবার রিহার্সাল করিয়েছেন। তবু, এখনো, অজস্র ভুল রয়ে গেছে।

ভ্রাতৃ সংঘ যে যাত্রা পালাগান করবে, তার নাম "সাঁওতাল বিদ্রোহ"। তাতে একদিকে আছে দেশ প্রেমিক সিধু-কানুর সাঁওতাল বিদ্রোহীরা। অন্য দিকে আছে দেশের শত্রু ইংরাজ ও তাদের সেপাইরা।

গত চৈত্রমাস থেকেই উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে।

নিজে করো

1. **লেখো —**

প্রধান	=	প্	+	র	—	প্র,	প্রধান,	প্রিয়,	প্রভু
বিক্রম	=	ক্	+	র	—	ক্র,	বিক্রম,	বিক্রয়,	ক্রয়
ছাত্র	=	ত্	+	র	—	ত্র,	ছাত্র,	পাত্র,	গাত্র
শ্রীপতি	=	শ্	+	র	—	শ্র,	শ্রীপতি,	বিশ্রী,	কুশ্রী
সহস্র	=	স্	+	র	—	স্র,	সহস্র,	অজস্র	
শুভ্রা	=	ভ্	+	র	—	ভ্র	শুভ্রা,	অভ্র,	ভ্রমর

2. **পড়ো ও লেখো —**

রৌদ্র, প্রচুর, বিশ্রাম, গ্রাম, স্রোত,

সমুদ্র, প্রণাম, প্রভৃতি, গ্রহণ, ব্রত,

ড্রাম, নিদ্রা, প্রায়, ভ্রমর, দ্রব্য,

হ্রদ, শ্রম।

3. **পড়ো ও বোঝো —**

প্রাথমিক — প্রথম দিক, শুরুর

কাহিনী — গল্প

অবিশ্রাম — অনবরত

বেতন — মাইনে

সুখ্যাতি — সুনাম

পূর্ণ — পুরো

পরিশ্রম — খাটুনি

পুত্র — ছেলে

শ্রমদান — বিনা বেতনে কাজ করা,

সহস্র — হাজার

4. **শিক্ষকদের কাছে জেনে নিয়ে, নিচের কথাগুলির বদলে রেফ, র- ফলা - ওয়ালা কথা বসাও —**

ছেলে	বাঘ	জিনিস	ঘুম	সাগর	সকাল
পু —	ব্যা —	— ব্য	নি —	সমু	—— ভাত

5. **এবার বলো —**

বিক্রমহাট কোন নদীর ধারে ?

কিসের টাকায় আসবাবপত্র কেনা হয়েছিল ?

কার জমিতে খেলার মাঠ তৈরী হয়েছিল ?

প্রিয়ব্রত কার পুত্র ?

শ্রীপতি মিত্র আগে কোথায় থাকতেন ?

সাঁওতাল বিদ্রোহে কাদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল ?

টাট্টু ঘোড়া

(ট্টু - চ্চ - জ্জ দ্দ - ম্ম - ট্ট - ব্ব -)

সাজ্জাদের আব্বা গেছিলেন শ্রীহট্ট বাজার । সেখান থেকে কিনে আনলেন একটা টাট্টু ঘোড়া — বেশ গাট্টা গোট্টা । আর আনলেন ছোট্ট খাট্ট একটা ছাগলের বাচ্চা ।

সাজ্জাদ বলল, আব্বা কি খচ্চর কিনে আনলেন নাকি ?

আব্বা বললেন, না রে ! ওটা টাট্টু ঘোড়া । একশো আটষট্টি টাকা গচ্চা দিয়ে কিনতে হয়েছে— বচ্চন পাঁড়ের কাছ থেকে । বচ্চন বলেছে এই ঘোড়াটা মদ্দা হলেও বজ্জাত নয় । নাকি খুবই সজ্জন। কাজ করতে হুজ্জত করে না । এটা নাকি বোঝাও বইবে, আবার গাড়িও টানবে । তবে, ওর দানাপানির বরাদ্দটা যেন ঠিক থাকে । সাজ্জাদ বলল, সেতো ওর কাজেই বোঝা যাবে । তা, হঠাৎ

ঘোড়ার দরকার হ'ল কেন ?

আব্বা বললেন ওটা তো তোর জন্য কিনেছি। প্রতি জুম্মাবার তোকে শ্রীহট্ট বাজার যেতে হয় খদ্দর বিক্রি করতে। পাক্কা চোদ্দ মাইলের ধাক্কা। এখন থেকে তোকে আর হাটতে হবে না টাট্টুতে চড়ে যাবি। মোট বইবার ঝক্কি ও মিটে গেল। আবার, যখন দরকার হবে তখন ওটাকে এক্কা গাড়িতেও জুড়ে দেওয়া যাবে। তুই আর তোর আম্মা এক চক্কর বেড়িয়ে আসতে পারবি।

আব্বার কথায় সাজ্জাদ খুব খুশি হ'ল। ঘোড়ার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বলল, কি বে টাট্টু! ভাল করে থাকবি তো ? আমার মেজাজ খাট্টা করে দিবি না তো ? দেখবি, কত সুখে থাকবি, কত ইজ্জত পাবি। আব্বা বললেন, সাজ্জাদ! তুই ছাগলটা ঘরে ঢোকা, আমি ঘোড়াটা বাঁধি।

সাজ্জাদ বলল, আব্বা! বাচ্চা ছাগলটা না হয় গোহালের এক কোনে থাকবে, কালি গরুর অন্য দিকে। টাট্টুটা থাকবে কোথায় ? আব্বা বললেন, আজ ওটা সম্মুখে কাঁটাল গাছেই বাঁধা থাকবে। কাল ওর জন্য একটা চালা ঘর তুলে দিতে হবে।

সাজ্জাদ বলল, আজ এরা কী খাবে ? ছাগলটা না হয় গরুর ঘাসপাতা আর ফ্যান খেয়ে নেবে। ঘোড়াটা কী খাবে ? ওর তো ছোলা ভূষি চাই, শুধু ঘাসে পেট

ভরবে না । আব্বা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। তুই কাজকম্ম সেরে নে । তারপর, দীন মহম্মদের দোকান থেকে ছোলা, ভুট্টা আর ভূষি কিনে আন । আম্মাকে বল এক বোঝা ঘাস আনতে । গরু ছাগল আর ঘোড়াটাকে ভাগ করে দিবি । ওদের ভাল করে সেবা করতে হবে । ওরাই তো আমাদের সাচ্চা দোস্ত। ওদের দেখলে তবেই না আমাদের দেখবে।

নিজে করো

1. লেখো —

পাক্কা	=	ক্	+	ক	=	ক্ক,	এক্কা,	ধাক্কা
বাচ্চা	=	চ্	+	চ	=	চ্চ,	বাচ্চা,	সাচ্চা
বজ্জাত	=	জ্	+	জ	=	জ্জ	বজ্জাত,	সজ্জন
খদ্দর	=	দ্	+	দ	=	দ্দ	খদ্দর,	বরাদ্দ
আম্মা	=	ম্	+	ম	=	ম্ম	আম্মা,	জুম্মা
টাট্টু	=	ট্	+	ট	=	ট্ট	টাট্টু,	ছোট্ট
আব্বা	=	ব্	+	ব	=	ব্ব	আব্বা,	জব্বর

2. পড়ো ও লেখো —

ধাক্কা, ছক্কা, আক্কেল, মক্কেল, উচ্চ, উচ্চারণ, লজ্জা,
সম্মান, সম্মতি, ঠাট্টা, লাট্টু, রদ্দি, বদ্দি, জোব্বা

3. ডানপাশের বন্ধনী থেকে শব্দ বেছে নিয়ে ফাঁক পূরণ করো —

(ক) এ ঘোড়াটা মদ্দা হলেও .... নয় ।

(লজ্জিত, বজ্জাত, বাচ্চা)

(খ) ও দানাপানির .... টা যেন ঠিক থাকে ।

(পরিমাণ, হিসেব, বরাদ্দ)

(গ) প্রতি .... বার তোকে .... বাজার যেতে হবে ।

(বধুবার, জুম্মাবার, সব্জির, শ্রীহট্ট)

(ঘ) ঘোড়ার পিঠে একটা .... মেরে বলল ।

(ঘুষি, থাপ্পড়)

4. **টাট্টু ঘোড়া পাঠটি পড়ে বলো —**

সাজ্জাদের বাবা কোথায় গিয়েছিলেন ? টাট্টুটা কে বিক্রি করেছিল ? আম্মা কোন্ গাড়ি চড়ে বেড়াতে যাবেন ? ছাগলছানা কী খাবে ? টাট্টু ঘোড়া কী খাবে ? কা'কে কা'কে ঘাস দেওয়া হবে ?

5. **পড়ো বোঝো ও বলো —**

আনলাম — আনলে — আনল — আনলেন

বললাম —

করলাম —

6. **নিচে এলোমেলো ভাবে কিছু কথা দেওয়া আছে । এর মধ্য থেকে বেছে নিয়ে বাক্য রচনা করো —**

আর আনলেন	বরাদ্দটা যেন	বেড়িয়ে আসলি
দানা পানির	ছোট্ট খাট্ট একটা	ঠিক থাকে
আম্মাকে নিয়ে	একটা চালাঘর	ছাগলের বাচ্চা
কাল ওর জন্য	এক চক্কর	তুলে দিতে হবে ।

অন্নদার বিপদ

(ণ — ন্ন — ম্ন — ড্ড — ত্ত)

অন্নদা রাতদিন আড্ডা দেয় । হৈ হল্লায় দিন কাটায় । উত্তর পাড়ার চিত্ত বাবুর খপ্পরে পড়েছে সে। দিন রাত্রি শুধু তাসের আড্ডা আর টি. ভি । নাটক নিয়েও বড্ড বাড়াবাড়ি চলছে ।

এদিকে বুড়ো বাবা যে কি করে দুটি অন্ন জোগাড় করছে তার খোঁজ সে রাখে না। আমোদ প্রমোদ নিয়েই মত্ত রয়েছে ।

ওরা থাকে শ্রীপল্লীতে । অন্নদার বাবা প্রফুল্ল, মা অন্নপূর্ণা । প্রফুল্লর বয়স সত্তর । একেবারে বুড়ো হয়ে গেছে । হাড্ডি সার চেহারা । একটু পরিশ্রমেই দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে । তাই, চাষের কাজ কর্ম দেখতে পারে না । ভবিষতের কথা ভাবলেই তার মনটা বিষণ্ন হয়ে পড়ে ।

মা অন্নপূর্ণা রান্নাবান্নার কাজ নিয়েই থাকে । তাছাড়া আছে ঘরের অন্যান্য হাজার কাজ । ছেলেকে সে কত বোঝায় বাবা ! তুই চাষির ছেলে । বাবুয়ানিতে পাল্লা দেওয়া কি সাজে ? লেখা পড়া করলি না। বই পত্তরের পাট চুকিয়েছিস। দিন রাত্তির খেলায় মত্ত। আড্ডা দিয়ে আর গপ্প করে কি জীবন কাটবে? লাঙল না ধরলে খাবি কী ?

মায়ের কথায় অন্নদা রেগে খাপ্পা হয়ে যায় । বলে, ওসব ছোটলোকের কাজ আমি করব না ।

ছেলের কথা শুনে মায়ের বুক ঠেলে কান্না উঠে আসে ।

সে বছর এল খরা । রোদ্দুরের তাপে ফল-ফসল পুড়ল । ওই তল্লাটে চাষের সব জমি খাঁখাঁ করতে লাগল । ঘরে অন্ন নেই । ছাপ্পরে দেবার খড়ও হয়নি। খাবার জলেও টান দেখা দিয়েছে । চারিদিকে শুধু অভাব আর হাহাকার ।

অন্নদা সাহায্যের জন্য গেল চিত্ত বাবুদের কাছে । পাত্তা পেল না ।

গ্রাম সভার অফিসে অন্নসত্র খোলা হল । খিচুড়ি বিলি হবে । লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে প্রফুল্ল কেও যেতে হল । বউ ছেলের হাত ধরে দাঁড়াতে হল

রিলীফের লাইনে । অন্নদাও মাথা নিচু করে থালা ও মগ হাতে এনে দাঁড়াল । লজ্জায় বুক ফেটে কান্না এল তার ।

অন্নদা ভাবল, খুব আক্কেল হয়েছে । ভদ্রলোকেদের সাথে সে আর টেক্কা দিতে যাবে না । সে চাষির ছেলে । নিজেই লাঙল হাতে নিজের জমিতে চাষ দেবে । নিজের মেহনতের ফসল তুলে আনবে নিজের হাতে, নিজের ঘরে ।

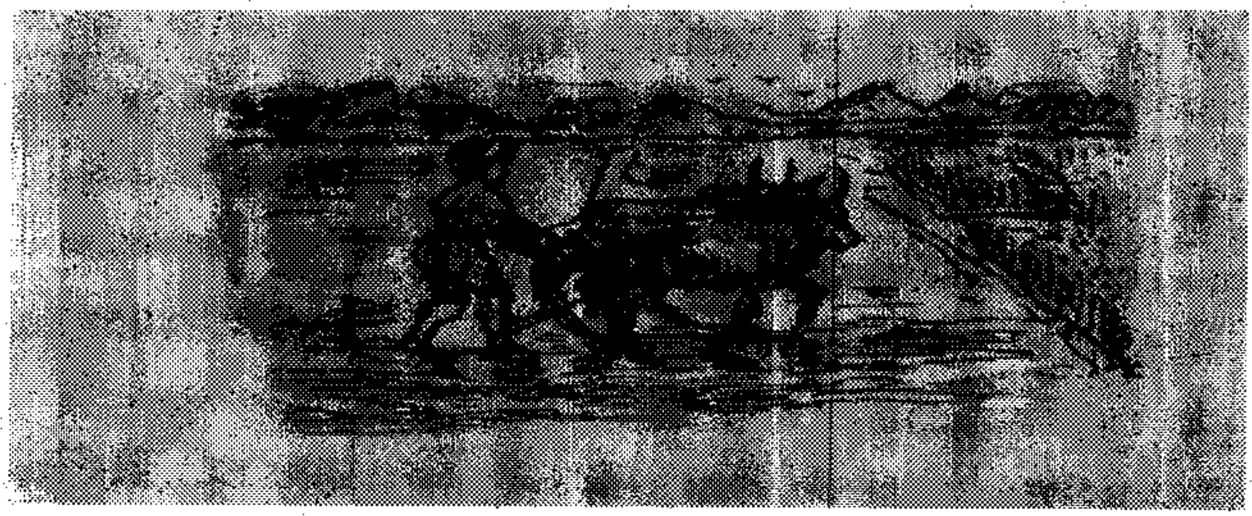

নিজে করো

1. লেখো —

অন্ন = ন্ + ন = ন্ন ।	অন্ন,	অন্নদা
বিষণ্ণ = ণ্ + ণ = ণ্ণ ।	বিষণ্ণ	
খপ্পর = প্ + প = প্প ।	খপ্পর,	খাপ্পা
পল্লী = ল্ + ল = ল্ল ।	পল্লী,	হল্লা
আড্ডা = ড্ + ড = ড্ড ।	আড্ডা,	হাড্ডি
উত্তর = ত্ + ত = ত্ত ।	উত্তর,	মত্ত

2. পড়ো ও লেখো —

ভিন্ন, রান্না, ধাপ্পা, আল্লা, কান্না, টপ্পা, উল্লাস,

রসগোল্লা, লাড্ডু, ছিন্ন, বিত্ত, ভাল্লুক, কল্লোল, উত্তম ।

3. পড়ো ও লেখো —

অন্ন — ভাত, খাবার ।

অবসন্ন — অসাড় ।

সহস্র — হাজার ।

রিলিফ — সাহায্য ।

পরিশ্রম — খাটুনি ।

রাত্তির — রাত্রি ।

তল্লাট — এলাকা ।

অন্নসত্র — যেখানে খাবার বিলি হয় ।

4. বলো —

অন্নদা কার পাল্লায় পড়েছে ? প্রফুল্লর বয়স কত ? অন্নদার মায়ের নাম কী ? অন্নদা কেন চাষ করতে চায় না ? খরার সময় ওরা কোথায় খাবার পেল ? অন্নসত্রে ওরা কী বিলি করত ?

ঝড়

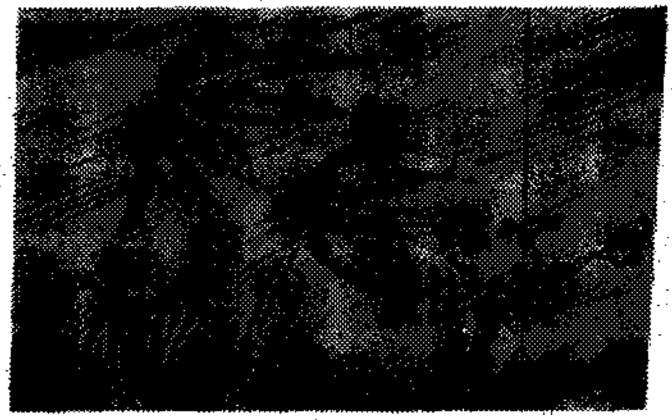

বৈশাখে ঝাউশাখে এই এল ঝড়,
গাছেদের বুক কাঁপে ভয়ে থত্থর
আকাশে মেঘের হাঁক
বাজেরে কে দিল ডাক
বনে বনে বুনো ঝড় ছোটে শন্‌শন্‌
ঝম্‌ঝমে বরষার লেগেছে মাতন ।

ছোটে পশু, ওড়ে পাখি, কোথা পায় ঠাঁই
ডোবা-ভাসা আস্তানা আস্ত যে নাই ।
চারিদিকে থই থই
আবছা আঁধার ওই
এখুনি আঁধার পাখা ছড়াবে ভুবন ।
ঘরে আছি তবু ঝড়ে উড়ে গেছে মন ।

নিজে করো

1. লেখো —

থত্থর = থ্ + থ = ত্থ

আস্ত = স্ + ত = স্ত,

2. **নিচের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি সঠিক সেখানে (√) চিহ্ন দাও ?**

(ক) গাছেদের বুক কাঁপে

(খ) গাছেদের হাত কাঁপে

(গ) বুনো ঝড় ছোটে ঝম্‌ঝম

(ঘ) ওড়ে পশু, ছোটে পাখি

3. **নিচে দেওয়া শব্দগুলি নিয়ে বাক্য রচনা করো —**

গাছ, আকাশ, মেঘ, পশু, পাখি,

4. **নিচের শব্দগুলি ঠিক জায়গায় বসাও —**

বনেবনে, শন্‌শন্‌, ঝমঝমে, থৈ থৈ

(ক) শিকারীরা .... শিকার করার জন্য ঘুরে বেড়ায় ।

(খ) .... করে হাওয়া বইছে ।

(গ) চারিদিকে জল .... করছে ।

(ঘ) .... করে বৃষ্টি পড়ছে ।

হঠাৎ বিপত্তি

(ত — ফলা — ন্ত — ক্ত — প্ত)

হেমন্ত মামাবাড়ি যাবে শান্তিপুরে । ওর দিদি শান্তাও যাবে । অনন্ত কাকা ও বাসন্তী কাকিমাও যাবেন । দুজন ঝি-চাকর যাবে — মুক্তিদাসি ও ভক্তরাম। সমস্ত বাঁধাছাঁদা হয়েছে ।

হেমন্তর সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো । ছুটল গাড়ি ডাকতে । একটা ছুটন্ত গাড়িকে থামাতে গেল । পা হড়ুকে পড়ে গেল রাস্তার গর্তে । পা গেল মচ্‌কে। জামার আস্তিন ছিঁড়ল । কনুই কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল । ব্যাস্, যাওয়ার বারোটা বাজল ।

অনন্ত কাকা বিরক্ত হলেন । তবু ছুটতে হল ডাক্তার ডাকতে । সন্তোষ ডাক্তার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন । হেমন্তর হাত দেখলেন, পা দেখলেন । আস্তে আস্তে আস্তিনটা তুলে কাটা ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন । পট্টি বাঁধলেন । যাতে ঘাটা বিষাক্ত না হয়ে যায় ।

ডাক্তার বললেন, চিন্তা করার কিছু নেই । আমি ডাক্তার খানা থেকে একটা

মালিশ পাঠিয়ে দেব। তপ্ত আঁচে হাত গরম করে ওটা পায়ে মালিশ করে দেবেন। তাতেই ব্যথা কমবে। সারতে এক সপ্তাহ লাগবে।

হেমন্ত বিছানায় শুয়ে হাসতে লাগল। যেন কতই শান্ত ছেলে। তাই দেখে শান্তিদিদি রেগে গিয়ে বললেন, তোমাকে আর দন্ত বিকশিত করে হাসতে হবে না। তোমার কাপ্তেনির জন্যই আমাদের যাওয়া পন্ড হলো। কুস্তিগিরি না কমালে হাড় - গোড়গুলো আর আস্ত থাকবে না।

মা বললেন, আহা! ও রকম করে বলিস না। ও না হয় একটু দুরন্তই। তাই বলে অমন করে বলবি! আমরা না হয় এক সপ্তাহ পরেই শান্তিপুর যাব।

অনন্ত কাকা বিরক্ত মুখে, আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নিজে করো

1. লেখো —

শান্ত = ন্ + ত = ন্ত। শান্ত, কিন্ত, জন্তু, জ্যান্ত, দন্ত, কান্ত

শক্ত = ক্ + ত = ক্ত। শক্ত, মুক্ত, রক্ত, বিরক্ত

তপ্ত = প্ + ত = প্ত। তপ্ত, সপ্ত, লিপ্ত, সুপ্ত

2. পড়ো ও লেখো —

চলন্ত, বসন্ত, আস্তে, দন্ত, হস্ত, বস্তা, পোস্ত

শক্তি, তক্তা, বিরক্ত, তৃপ্তি, লিপ্ত,

3. পড়ো ও লেখো —

আস্তিন — জামার হাতা। তপ্ত — গরম। সপ্তাহ — সাতদিন।

ব্যথা — বেদনা। দন্ত — দাঁত। বিকশিত — বের করা, ফাটা।

কাপ্তানি — সর্দারি। আস্ত — গোটা।

4. বলো —

ঝি — এর নাম কি ? কে হন্তদন্ত হয়ে এলেন ?

হেমন্তর ঘা সারতে ক'দিন লাগবে ? হেমন্তর কাটা ঘায়ে কে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন ? দিদি রেগে গিয়ে কী বললেন ? এক সপ্তাহ পরে হেমন্তরা কোথায় যাবে ?

5. **নিচের শব্দগুলি থেকে বেছে নিয়ে বাক্যগুলি পুরো করো —**

বিরক্ত, কিন্তু, বস্তা, তৃপ্তি, আস্তে, চলন্ত;

এক .... চাল কিনেছি ।

ওর মন খারাপ ওকে .... কোরোনা ।

আমি .... দুটো বইই নেব ।

.. কথা বলো রাম ঘুমাচ্ছে ।

খুব .... করে দুপুরের খাবার খেলাম ।

.. গাড়িতে তাড়াহুড়ো করে চাপতে যেও না ।

6. **কোন্‌টি কার কথা, পাশে লেখো —**

(ক) সারতে এক সপ্তাহ লাগবে । ....

(খ) তোমাকে আর দন্ত বিকশিত করে হাসতে হবে না । ....

(গ) আমরা না হয় এক সপ্তাহ পরেই শান্তিপুরে যাবো । ....

7. **নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা কর —**

হন্তদন্ত, চিন্তা, মালিশ, বিষাক্ত,

হাতির দয়া

(ম – ফলা – ক্ম, ত্ম, দ্ম, স্ম, ষ্ম, শ্ম, ন্ম, হ্ম)

মস্ত এক হাতি ছিল । তার নাম রুক্মিনী । তার মালিক ছিল একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। নাম, আত্মারাম । সে ছিল ব্রহ্মপুরের ব্রহ্মা – মন্দিরের পূজারী । পূজারী রুক্মিনীকে নানা রকম কাজে লাগাতেন । সে বড় বড় কাঠের গুড়ি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত । ভারি ভারি বোঝা বইত । বিয়ের বরযাত্রায় ভাড়া খাটত । পূজার শোভাযাত্রায় সামিল হত । রুক্মিনীর দৌলতে ব্রাহ্মণের ভালই রোজগার হত ।

বড়রা তাকে ভয় পেত । ছোটরা কিন্তু একটুও ভয় পেত না । বরং তারা রুক্মিনীকে কাছে পেলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠত । তারা শুঁড় জড়িয়ে উন্মত্তের মত নাচত, লাফাত । ফল - মূল ঘাস-পাতা, লতা-গুল্ম যা পেত, এনে খাওয়াত। রুক্মিনীর মাহুতের নাম ছিল ভীষ্মদেব । সে স্মিত হাস্যে ছেলেদের দৌরাত্ম্য সহ্য করত ।

সেবার বার্ষিক ব্রহ্ম উৎসবের দিন এসে গেল । খুব ধুমধাম করে উৎসব করা হত । মেলা বসত। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকের আত্মীয়রা আসত উৎসব দেখতে । সারা গ্রামে সাজ-সাজ রব পড়ে যেত ।

উৎসবের শুরুতেই পদ্ম আঁকা পতাকা উড়াতে হত । একটা খুব উচু খুঁটির মাথায় পতাকাটা থাকত। সে বছর পাতাকার পুরোনো খুঁটিটা গেছিল পচে । গ্রাম বাসীরা তাই আগের দিনই মস্ত একটা গাছ কেটে এনেছিল । তারই ডালপালা ছাঁটাই করে বিশাল খুঁটি তৈরী হয়েছিল । সেটাকে পোঁতার জন্য একটা গর্তও খুঁড়ে রাখা হয়েছিল ।

উৎসবের দিন ভোর হল । পূর্ব- আকাশের সূর্য-রশ্মি দেখা দিল । লোকেরা পদ্ম আঁকা পতাকাটি খুঁটির মাথায় বেঁধে দিল । তারপর মাহুতকে বলল রুক্মিনীকে আনতে রুক্মিনী শুঁড়ে করে বিশাল খুঁটিটা গর্তের ভিতর দাঁড় করিয়ে দেবে ।

ভীষ্মদেব রুক্মিনীর পিঠে চড়ে, তাকে নিয়ে এল । তার হুকুমে রুক্মিনী খুঁটিটা শুঁড়ে তুলে গর্তের কাছে এগিয়ে এল । কিন্তু অকস্মাৎ পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইল। আর নড়ল না । মাহুত কত লাঠি পেটা করল, কত বার আঁকশির খোঁচা

দিল। রুক্মিনী কিন্তু শুঁড়ে খুঁটি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েই রইল ।

মাহুত তখন রাগে আত্মহারা হয়ে গেল । হাতির মাথায় জোরে আঁকশি বিঁধিয়ে দিল। অসহ্য ব্যথায় হাতিটা থর থর করে কেঁপে উঠল, তারপর উন্মাদের মত চীৎকার করে, গাঝাড়া দিয়ে, মাহুতকে নীচে ফেলে দিল । খুঁটিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল গর্তের দিকে ।

রুক্মিনী গর্তের সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল । শুঁড়টা সন্তর্পণে ঢুকিয়ে দিল গর্তের ভিতরে । লোকেরা উন্মুখ হয়ে দেখছে, হাতি কি করে । তারা দেখল, গর্ত থেকে কি যেন তুলে সন্তর্পণে মাটিতে রাখল । একটা বেড়াল ছানা । ভয়ে গর্তে লুকিয়ে ছিল ।

লোকেরা বুঝল, হাতি কেন মাহুতের কথা শুনছিল না । আরো বুঝল — রুক্মিনীর মনটা তার দেহের চেয়েও কত বড় ।

নিজে করো

1. লেখো —

গুল্ম = ল্ + ম = ল্ম ।   রুক্মিনী = ক্ + ম = ক্ম ।

আত্মীয়	=	ত্	+	ম	=	ত্ম ।	জন্ম	=	ন্	+	ম	= ন্ম ।
পদ্ম	=	দ্	+	ম	=	দ্ম ।	ব্রাহ্মণ	=	হ্	+	ম	= হ্ম ।
স্মিত	=	স্	+	ম	=	স্ম ।						
ভীষ্ম	=	ষ্	+	ম	=	ষ্ম ।						

2. নিচের শব্দগুলি নিয়ে বাক্য রচনা করো —

আত্মীয়, ছদ্মবেশ, শ্মশান, জন্ম

3. পড়ো ও বোঝো —

আত্মহারা — নিজেকে হারিয়ে ফেলা ।

উন্মত্ত — পাগলের মত ।

গুল্ম — ঝাঁকড়া গাছ ।

স্মিত হাস্য — মধুর হাসি ।

বার্ষিক — এক বছরের ।

উৎসব — পর্ব ।

সন্তর্পণে — সাবধানে ।

আত্মীয় — আপনলোক ।

বিশাল — মস্ত ।

রশ্মি — কিরণ ।

অকস্মাৎ — হঠাৎ ।

4. আমরা অনেক জোড়া কথা ব্যবহার করি, যেমন —

বড়সড়, বড় বড়, ছোট ছোট, ছোটো খাটো, নাচানাচি, মিটিমিটি,

ধুমধাম, দুরদূরান্ত, সাজ সাজ, ডালপালা, থর থর, ফলমূল,

লতা – গুল্ম, ঘাস-পাতা ।

উপরের জোড়া কথা দিয়ে বাক্য রচনা কর ।

5. রুক্মিনী কী কী কাজ করত ? মাহুতের নাম কি ?

পতাকায় কি আঁকা ছিল ? গর্তের ভিতর কি ছিল ?

ব্যথার চোটে হাতি মাহুতকে কি করল ?

6. নিচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া হল, বন্ধনীর মধ্যে হ্যাঁ বা না দেওয়া হয়েছে । যেটি ঠিক নয় X চিহ্ন দিয়ে কেটে দাও —

(ক) রুক্মিনীর দৌলতে ব্রাহ্মণের ভালই রোজগার হ'ত (হ্যাঁ / না)

(খ) ছোটরা ভয় পেত না (হ্যাঁ / না)

(গ) রুক্মিনী ছেলেদের দৌরাত্ম্য সহ্য করত না (হ্যাঁ / না)

(ঘ) ভীষ্মদেব রুক্মিনীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে এল (হ্যাঁ / না)

7. গল্পটি পড়ে নিচের ফাঁকা জায়গাগুলি ভরে দাও —

(ক) মাহুতের নাম ছিল..।

(খ) আত্মীয়রা আসত .... দেখতে ।

(গ) সে বছর পতাকার পুরানো .... টা গেছিল পচে ।

(ঘ) উৎসবের দিন .... হল ।

ইচ্ছে করে

মাগো, আমার ইচ্ছে করে দূরের বনে যেতে ।
যেথায় ফোটে পারুলচাঁপা দখিন হাওয়ায় মেতে ।
মলয় বায়ে বকুল ঝরে,
নদীর তীরে হরিণ চরে,
দোয়েল - কোয়েল ডেকেই মরে,
আমায় কাছে পেতে
মাগো, তোমার ছোট্ট খোকায়
দাওনা সেথা যেতে !
মাগো, সেথায় জ্যোছ্না পরি
পাখনা মেলে থাকে ।
চাঁদের হাসি জোয়ার - বেয়ে লহর তুলে ডাকে ।
কুর্চি গাছে আঁধার ছায়া

গুচ্ছ ফুলে ছড়ায় মায়া
ঘাসের গায়ে পারিজাতের সুবাস মিশে থাকে।
যাবই সেথা, দেখব আমায় কেই বা রুখে রাখে ।

নিজে করো

1. **লেখো —**

ইচ্ছে = চ্ + ছ = চ্ছ । পুচ্ছ, তুচ্ছ, পুচ্ছ

2. **কবিতাটির মধ্যে যে সব পাখি আর ফুলের নাম দেওয়া হয়েছে, খুঁজে বের করে লেখো ।**

ঘাসের গায়ে কিসের সুবাস মিশে থাকে ?

3. **পড়ো ও শেখো —**

দখিন — ডান দিক । আঁধার — অন্ধকার
মলয় — পাহাড়ে নাম সুবাস — ভাল গন্ধ ।

নজরুল জয়ন্তীর আয়োজন

(শ্চ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ)

অঞ্জনা - কোথায় যাচ্ছিল চঞ্চল ?

চঞ্চল - যাচ্ছি পঞ্চায়েত অফিস । সেখানে আজ নজরুল জয়ন্তী হবে, সে কথা কি তোমার মনে নেই ?

অঞ্জনা - মনে আছে । কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছো কেন ?

চঞ্চল - বা রে ! মঞ্চ সাজাতে হবে না ? বেঞ্চি পাততে হবে । সতরঞ্জি পাততে হবে । অন্যান্য সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে হবে । এই সব কাজ আমাকে আর বাঞ্ছারামকেই করতে হবে । অবশ্য অঞ্জলি আর রঞ্জনও সহযোগিতা করবে বলেছে । আগে না গেলে সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক হবে কেমন করে ?

অঞ্জনা - কাল দেখলাম পঞ্চায়েতের কাজের লোকেরা এসেছিল । তারা সবাই জঞ্জাল পরিস্কার করল । অঞ্চল অফিসের পশ্চিমের ময়দানটা ওরা সাফ্

করে দিয়েছে। একটা মঞ্চও গড়ে দিয়েছে । ওদের সর্দারের নাম পঞ্চানন । সে একটা কঞ্চি হাতে কাজ কর্ম দেখাশোনা করছিল ।

চঞ্চল - ঐ মঞ্চটাই আমাদের সাজিয়ে দিতে হবে । কুঞ্জদি বলেছেন, কিছু ফুল, মালা আর আম্রপল্লব পাঠিয়ে দেবেন । খানিকটা রঙিন কাপড়ও পাঠাবেন ।

অঞ্জনা - আমি ভেবেছি একটা কবিতা আবৃত্তি করার । নজরুলের 'সঞ্চিতা' বই থেকে 'কাণ্ডারী হুঁসিয়ার' কবিতাটা । সেটা এখনো ভাল করে মুখস্ত হয়নি ।

চঞ্চল - তুমি তো প্রোগ্রাম জান । আজ কী কী হচ্ছে একটু বলতো ।

অঞ্জনা - প্রথমে হবে মাল্যদান । তারপর কয়েকটা নজরুলের গান । তারপর আবৃত্তি ও বক্তৃতা । সব শেষে হবে নাটক ।

'দুখু মিয়া' নামে কবির ছেলেবেলা নিয়ে নাটক ।

চঞ্চল - তোমাদের গানগুলো নিশ্চয় খুব ভাল হবে ?

অঞ্জনা - সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্ । দেখিস, মঞ্জুর গান শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

চঞ্চল - আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি । আমার তাড়া রয়েছে ।

অঞ্জনা - ঠিক আছে । তুই এগিয়ে যা । আমার আবৃত্তির জন্য আমি চিন্তিত রয়েছি । আর একবার মুখস্ত করে নিতে হবে । মুখস্ত করেই আমিও যাচ্ছি । তুই এগো ।

চঞ্চল - আচ্ছা, চলি ।

অঞ্জনা - আয় ।

নিজে করো

1. লেখো ও শেখো —

নিশ্চয় = শ্ + চ = শ্চ - নিশ্চয়

অঞ্চল = ঞ্ + চ = ঞ্চ - অঞ্চল

বাঞ্ছা = ঞ্ + ছ = ঞ্ছ - বাঞ্ছা

অঞ্জলি = ঞ্ + জ = ঞ্জ - অঞ্জলি

ঝঞ্ঝাট = ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ - ঝঞ্ঝাট

2. পড়ো ও লেখো —

পশ্চাৎ, পশ্চিম, চঞ্চল, সঞ্চয়,

গীতাঞ্জলি, পাঞ্জাবি, ঝঞ্ঝা, লাঞ্ছনা ।

3. পড়ো ও বোঝো —

অঞ্চল	=	এলাকা	জয়ন্তী	=	জন্ম উৎসব
বাঞ্ছা	=	ইচ্ছা	চঞ্চল	=	ছটফটে
কর্মী	=	কাজের লোক	আম্রপল্লব	=	আমের পাতা
আবৃত্তি	=	বলা	মাল্যদান	=	মালা দেওয়া
নিশ্চিন্ত	=	চিন্তা মুক্ত	প্রোগ্রাম	=	কাজের তালিকা

4. অঞ্চল অফিসে কী উৎসব হবে ? পঞ্চায়েত কর্মীদের সর্দার কে ? মঞ্জুদি কী কী পাঠাবেন ? দুখু মিয়াঁ কার নাম ? নজরুলের পুরো নাম কি ?

5. **পড়ো ও বোঝো —**

বিপরীতার্থ শব্দের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল —

যাওয়া — আসা,	ভুল — ঠিক,
সাদা — কালো	ভাল — খারাপ,
আছে — নেই,	দিন — রাত
কাছে — দুরে,	হাসি — কান্না

6. **এবার নিজেরা করো —**

আগে ——	আসছি ——
আজ ——	আসবে ——
ছেলে ——	আছে ——
প্রথম ——	হাসছে ——

ফাল্গুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্র মুকুল ।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায় ।
স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে ।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা কান্ডারী জাগে,

পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততা লাগে ।
খেয়াঘাটে ওঠে গান অশ্বত্থ তলে,
পান্থ বাজায় বাঁশি আনমনে চলে ।
ধায় যে বংশীরব বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায় ।

নিজে করো

1. কবিতাটি মুখস্ত করো ও আবৃত্তি করো ।
2. জাগে — লাগে শব্দ দুটিতে মিল আছে । তেমনি তলে – চলে শব্দ দুটিতে ও মিল আছে । নিচের শব্দগুলির সঙ্গে মিল দেওয়া যায় এমন একটি করে শব্দ ভেবে বলো —

   হাসি, জলে, পাতা, কাজে, আলো ।
3. **খালি জায়গাগুলি পুরো করো —**

   .. বাজায়ে বাঁশি আনমনে চলে ।

   ডালে ডালে পুঞ্জিত .... মুকুল ।

   বেণুবনে .... দক্ষিণ বায় ।

   স্পন্দিত নদীজল .... করে ।
4. **উত্তর দাও —**

   কাঞ্চন ফুল কোন মাসে ফোটে ?

   আমের গাছে কোন মাসে মুকুল হয় ?

   ঐ সময় কোন্ দিক থেকে হাওয়া বয় ?

   নৌকা ডাঙায় বাঁধা কেন ?

5. ব্যবহার শেখো —

(ক) ঝিলি মিলি জল — ঝিকমিকে বালি

ঘুটঘুটে আঁধার — চকচকে নুড়ি

থকথকে কাদা — ভুসভুসে মাটি

ঝিরঝিরে বৃষ্টি — কন্‌কনে ঠান্ডা

(খ) নিচের কথাগুলির পাশে উপযুক্ত রঙ - এর নাম লেখো —

ধবধবে .... । কুচকুচে .... ।

টুকটুকে .... ।

পড়ো ও শেখো —

(ক)

ম	+	ব	=	ম্ব	–	আম্র,	তাম্র,	সম্রাট ।
ঞ	+	জ	=	ঞ্জ	–	পুঞ্জিত,	সঞ্চয়,	রঞ্জিত ।
ল	+	গ	=	ল্গ	–	ফাল্গুন,	ফল্গু,	বল্গা ।
স	+	প	=	স্প	–	স্পন্দিত,	স্পষ্ট	স্পর্ধা ।
স	+	ন	=	স্ন	–	জ্যোৎস্না,	স্নান,	স্নেহ ।
ন	+	থ	=	ন্থ	–	পান্থ,	গ্রন্থ,	কন্থা ।

(খ) কাঞ্চন, চঞ্চল, পুঞ্জিত, গুঞ্জরি, মর্মর, কান্ডারী,
মত্ততা, অশত্থ, প্রান্তর

বাঘ শিকারের মজা

(ষ্ট, ষ্ঠ, ন্ট, ন্ট, ণ্ঠ, ন্দ, ন্ধ, হ্ন)

সেবার ডুরান্ডার বনে গেলাম বন্য-জন্তুর ছবি তুলতে । রাতের অন্ধকারে যে-সব জন্তু বেরোয়, তাদের ছবি । সার্চ লাইটের জোরালো আলো ফেলে ছবি তুলতে হয় । এতে যেমন বিপদের ভয় আছে, তেমনি আছে আনন্দ ।

আমার বন্ধু কেষ্ট পন্ডিত অন্ডালের স্টেশন মাস্টার । কিন্তু বনে বেড়াবার সুযোগ পেলে সে ছাড়েনা । তার জন্য অষ্ট প্রহর কষ্ট করতেও সে প্রস্তুত । তারই বন্ধুর জিপগাড়িতে চেপে আমরা রওনা হলাম । কেষ্ট বলল, — এ তোমার আচ্ছা শিকারের নেশা ।

আমি বললাম — শিকার কোথায় ? একটা বন্দুক পর্যন্ত নিইনি ।

পন্ডিত বলল, — ঐ একই কথা । দুষ্ট শিকারিরা বন্দুকে ঘোড়া টিপে, গুলি

ছুঁড়ে শিকার করে। তুমি না হয় ক্যামেরার শার্টার টিপে আলো ছুঁড়ে শিকার করো।

এই বলে, দুষ্টুমি ভরা দৃষ্টিতে ও আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, — না মশায় না, এক কথা নয়। শিকারিদের নিষ্ঠুরতায় বন্য প্রাণীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে বুঝি বন্যপ্রাণী আর অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা চেষ্টা করছি ওদের বাঁচিয়ে রাখতে। ওরা না বাঁচলে, আমরাও বাঁচব না।

সন্ধ্যার আগেই ফরেস্ট গার্ড চন্দ্রকান্ত পান্ডার গুমটিতে পৌছলাম। গুমটির সামনে মহাবীর ঝান্ডা উড়ছে। বাঁশের ডগায় বসে আছে একটা নীলকণ্ঠ পাখি। তার ছবি তুললাম।

পান্ডার গলায় কণ্ঠি। এক হাতে ডান্ডা ও অন্য হাতে লণ্ঠন। সে জীপে এসে উঠল। সে আমাদের পথ দেখাবে।

বনের ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকার হয়ে এল। হঠাৎ পান্ডা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, — রোকিয়ে বাবু! আগে গুন্ডা হাথি হ্যায়।

কেষ্ট গাড়িতে ব্রেক দিল। তাকিয়ে দেখি, দূরে ষন্ডামার্কা, প্রকান্ড - মুন্ডধারী এক হাতি। বন - বাদাড় লন্ডভন্ড করে রেখে, এখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেষ্টকে বললাম, — জীপটা এগিয়ে নিয়ে চল্। কাছ থেকে হাতির ছবি তুলব। কেষ্ট বলল, — মাথা খারাপ! ওর কান্ডকারখানা দেখছ না? গন্ডমূর্খ ছাড়া কেউ কি এখন ওর কাছে যায়? গেলেই মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নেবে। তখন ছবি তোলার আনন্দ বেরিয়ে যাবে।

এই বলে সে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল।

তাই দেখে কেষ্ট বলল, — মন খারাপ করিস না মন্টু। হাতিটা এখনো আমাদের গন্ধ পায়নি। অন্ধকারে আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না। একবার সন্ধান পেলে, বা একটুও সন্দেহ হলেই, তেড়ে আসবে। বরং তার চেয়ে চল, কন্টক পাহাড়ির দিকটা ঘুরে আসি। ওদিকে বাঘ, ভাল্লুক বা বুনো মোষের দেখা পেয়ে

যেতে পারিস । ঝর্ণার কাছে হরিণ, বনশুয়োর, নীলগাই বা হায়না পেয়ে যেতে পারিস । অন্ততঃ একটা শেয়ালেরও তো দেখা মিলবে । ওদের ছবি তোলা অনেক নিরাপদ ।

এই বলে কেষ্ট গাড়ির গতিটা আর একটু মন্থর করে দিল । বন বিভাগের পান্থশালা ছাড়িয়ে গেলাম । উল্টোপাল্টা হিমেল হাওয়া বইছে । বেশ ঠান্ডা লাগছে । সোয়েটারটা বের করে গায়ে দিয়ে নিলাম । ওটা আমায় পাঠিয়েছে আমার বন্ধু পল্টু নন্দী — লন্ডন থেকে ।

খানাখন্দ পেরিয়ে জিপটা এসে থামল ঝর্ণার কাছে । মনে হ'ল, কোনো জন্তু বোধ হয় জল খাচ্ছে । ভয় আর উৎকণ্ঠায় বুকটা একটু কেঁপে উঠল ।

পান্ডা হঠাৎ সার্চলাইটের বোতাম টিপে দিল । এক ঝলক আলো গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝর্ণার পাড়ে। দেখি, একটা বাঘিনী আর দুটো বাচ্চা জল খাচ্ছে।

আলোর ঝলক দেখে চমকে ওরা ঘাড় তুলে তাকাল । কি সুন্দর ! কি সুন্দর! ঝট্‌পট্ দু'বার শার্টার টিপে দিলাম ।

বাঘিনী তার ছানা নিয়ে বনের দিকে ফিরল । রাজসিক চালে যেতে যেতে একবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমাদের দেখে নিল । সে ছবিটাও আমার ক্যামেরায় বন্দী করে নিলাম ।

কেষ্ট বলল, — এবার বাঘ শিকার করে সন্তুষ্ট তো ?

আমি বললাম, — নিশ্চয় !

নিজে করো

1. লেখো —

নিষ্ঠুর	=	ষ্	+	ঠ	= ষ্ঠ	**লণ্ঠন**	=	ণ্	+	ঠ	= ণ্ঠ
কেষ্ট	=	ষ্	+	ট	= ষ্ট	**প্রকাণ্ড**	=	ণ্	+	ড	= ণ্ড
মাস্টার	=	স্	+	ট	= স্ট	**আনন্দ**	=	ন্	+	দ	= ন্দ
পল্টু	=	ল্	+	ট	= ল্ট	**গন্ধ**	=	ন্	+	ধ	= ন্ধ
মণ্টু	=	ণ্	+	ট	= ণ্ট	**মন্থর**	=	ন্	+	থ	= ন্থ

2. পড়ো ও লেখো —

পছন্দ, মন্দ, গোবিন্দ, নিন্দা, অন্ধ, পন্থা, গ্রন্থ,
ঘন্টা, হন্টন, লুণ্ঠন, গন্ডার, ভান্ড, পাল্টা, স্টীমার

3. পড়ো ও মনে রাখো —

বন্য — বুনো । **রওনা** — যাওয়া ।

দুষ্ট	—	খারাপ।	**দৃষ্টি**	—	চাহনি।
নিষ্ঠুরতা	—	হিংসা।	**অতিষ্ঠ**	—	জ্বালাতন।
অবশিষ্ট	—	বাড়তি, বাঁচা।	**কান্ডকারখানা**	—	কাজকর্ম।
গন্ডমূর্খ	—	খুব বোকা।	**পূর্ণ**	—	পুরো।
বিষণ্ণ	—	দুঃখিত।	**সন্ধান**	—	খোঁজ।
কন্টক	—	কাঁটা।	**নিরাপদ**	—	বিপদহীন।
মন্থর	—	আস্তে, ধীরে।	**পান্থশালা**	—	বিশ্রামের ঘর।
হিমেল	—	ঠান্ডা।	**খানাখন্দ**	—	গর্ত।
রাজসিক	—	রাজার মত।			

4. উত্তর দাও —

ওরা কী নিয়ে শিকার করতে গেছিল ? মহাবীর ঝান্ডার বাঁশের ডগায় কী বসেছিল ? সোয়েটারটা কে, কোথা থেকে পাঠিয়েছে ? ঝর্ণার কাছে কোন্ কোন্ জন্তু পাওয়া যেতে পারে ?

সার্চলাইটের আলোয় কী দেখা গেল ?

5. **ন্টা, ষ্টি, ন্টা, ন্ধু, ষ্ট, স্টে — থেকে বেছে নিয়ে, শূন্য স্থান পূরণ করে বাক্যগুলি পূর্ণ করো —**

ঢং ঢং করে ঘ ☐ বাজছে।	ঠা ☐ য় বরফ জমে।
কে ☐ আর ম ☐ দুই বন্ধু।	বর্ষাকালে বৃ ☐ হয়।
রেল ☐ শনে গাড়ি এল।	মধু খুব মি ☐

6. তোমরা কি চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছ ? যদি না দেখে থাক তবে পাটনার চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখতে পার । যদি বাঘ দেখে থাক তবে বলো তার গায়ের রঙ কেমন । টেলিভিশানের কোন কোন চ্যানেলে বাঘের দৃশ্য দেখানো হয় । বড়দের বলে তোমরা সেই চ্যানেলগুলি দেখতে পারো । তোমরা কি কখনো জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছ ? যদি গিয়ে থাক তাহলে জঙ্গলের কথা নিজের ভাষায় বলো । তুমি কি জানো প্রাণী শিকার করা এখন অপরাধ । তোমার মত কী ? জঙ্গলে কী কী জন্তু থাকে?

চাঁদের টিপ

কী বলে আর চাঁদকে ডাকি —
"টি দিয়ে যা কপালে",
দেবার মত কী - ই বা আছে
ঘরেতে সাঁঝ — সকালে ?

মাছ কুটলে মুড়ো দেব ?
— মাছ নেইক পুকুরে,
মাছের ঝুড়ি চালান গেছে
কাল শহরে, দুপুরে ।
ধান কুটলে কুঁড়ো দেব ?
— ধান নেইক বাড়িতে,
জমিদারের পাইক নিল
বোঝাই করে গাড়ীতে ।
দুধ যে দেব, উপায় কী তার ?
গাই নেইক গোয়ালে,
ঋণের দায়ে সব গিয়েছে
মহাজনের বোয়ালে ।
বলদ গেছে লাঙল গেছে
বান ভাসি বা শুখোতে

মান গিয়েছে নিত্য দিনের
অভাবটাকে লুকোতে ।
তাই বলি, চাঁদ ! কী দিই তোকে ?
তুই ত' কিছু না নিয়ে
খোকাকে মোর টি দিবি না
নাই বা গেলি টি' দিয়ে ।
আজ না হলে, কাল না হলে, পরশু দিনের সকালে
নিজেই আমি টি' দেওয়াবো, খোকন সোনার কপালে ।।

1. উত্তর দাও —

(ক) 'টি' দেওয়া মানে কি ?

(খ) মাছ পুকুরে নেই কেন ?

(গ) বাড়িতে ধান নেই কেন ?

(ঘ) বলদ, লাঙল নেই কেন ?

2. শুদ্ধ করে লেখো —

(ক) মাছ নাইক গোয়ালে

(খ) ধান নাইক পুকুরে

(গ) গরু নাইক ছাতে

3. নিচের শব্দগুলি নিয়ে বাক্য রচনা করো —

চালান, পাইক, বোয়াল, বানভাসি, শুখা,

4. শিক্ষক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও —

(ক) কৃষ্ণ পক্ষ ও শুক্ল পক্ষ কাকে বলে ।

(খ) চাঁদ কে নিয়ে আর কোন কবিতা তোমার জানা আছে ?

(গ) তুমি কি পুকুর দেখেছ ? যদি দেখে থাকো তাহলে পুকুর কেমন হয় বলো ।

(ঘ) পুকুরের জল কি খাওয়া উচিত ?

গাছ আমাদের বন্ধু

(ক্ষ, ক্ষ্ম, শ্চ, ষ্ক, স্ক, ঙ্ক, ন্ধ, ঞ্চ, দ্ধ, দ্ব, ম্ব,
জ্ব, ত্ব, শ্ব, স্ব, ধ্ব, শ্ব)

অক্ষয় আর ক্ষেত্র ব্লক অফিসে । গাছের চারা আনতে । আমরা ওদের জন্য অপেক্ষা করছি । ওরা গাছ আনলেই বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু হবে ।

গ্রামে আজ 'বন—রক্ষণ দিবস' পালন করা হচ্ছে । সর্বত্র গাছ লাগানো হবে । অবশ্য প্রথম গাছটি লাগানো হবে স্কুল ড়াঙার পঞ্চায়েত অফিসের সামনে । গাছ লাগাবার জায়গা তৈরি হয়ে গেছে । জায়গাটা পরিষ্কার করেছে ভাস্কর । গর্ত খুঁড়ছে পঙ্কজ । গর্তের চার পাশে আলপনা দিয়েছে লক্ষ্মীদি ।

অঞ্চল প্রধান লক্ষ্মণবাবু প্রথম গাছটি লাগাবেন । কিন্তু তাঁর আসার লক্ষণ দেখছি না । অক্ষয়বাবু গাছ আনতে দেরি করছে । দেরির ফলে সবার দুশ্চিন্তা বাড়ছে ।

লক্ষ্মণবাবু এলেন । কাল থেকে তাঁর জ্বর । তাই গায়ে একটা হাল্কা চাদর জড়িয়েছেন। তাতে কল্কা আঁকা । তিনি একজন বৃদ্ধকে হাতে ধরে নিয়ে এসেছেন । আমাদের অঙ্কের মাস্টার শশাঙ্কবাবু বৃদ্ধকে চেয়ারে বসালেন ।

লক্ষ্মণবাবু বৃদ্ধকে দেখিয়ে বল্লেন, 'ইনি উদ্ধব মন্ডল । এই অঞ্চলের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ কৃষক । আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র । ইনিই আজ বৃক্ষরোপণের উদ্বোধন করবেন । এঁকে আনতেই আমার বিলম্ব হোল ।'

ততক্ষণে অক্ষয়রা গুচ্ছের চারাগাছ নিয়ে পৌঁছে গেছে । আমরা গর্তের সামনে লম্বা লাইন করে দাঁড়ালাম । মন্ডল মশাই আমের চারা পুঁতে মাটি চাপা দিলেন । ঝারি থেকে জল দিলেন । তারপর মাটি আর আকাশকে প্রণাম জানালেন । লক্ষ্মীদির দল শাঁখ বাজালেন । তখনি আনন্দ বিশ্বাসের গানের দল গেয়ে উঠল — "মরুবিজয়ের কেতন ওড়াও শূন্যে" । রবীন্দ্রনাথের লেখা বৃক্ষরোপণের গান । গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল ।

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র আমাদের ভূগোল পড়ান । হেড্ স্যার তাঁকে বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে কিছু বলতে বল্লেন । তিনি বল্লেন, "বন রক্ষণ মানে, গাছপালাকে বাঁচানো, গাছ পোঁতা। গাছ পুঁতে বন বর্ধন করা । আমাদের গ্রামে বন নেই, রক্ষা করব কাকে ?

তাই আমরা বৃক্ষরোপণ করে গাছ বাড়াচ্ছি।"

তখন হেড্ স্যার বলতে উঠলেন । তিনি বল্লেন, “গাছ পালার দৌলতেই মানুষ খাদ্য পায়, জ্বালানি পায়, বস্ত্র পায়, থাকার বাড়ি তৈরি করতে পারে। গাছ থাকলে ভাল বৃষ্টি হয় । মাটি ক্ষয়ে যায় না । গাছপালা আমাদের নিঃশ্বাস নেবার বাতাস শুদ্ধ করে । এ সব জানা সত্বেও মানুষ স্বচ্ছন্দে গাছপালা ধ্বংশ করে ফেলছে । সব শুদ্ধ যত গাছ কাটছে, তত লাগাচ্ছে না । বনরক্ষণ ও বৃক্ষ রোপণ করে এই মুস্কিল থেকে বাঁচতে হবে ।”

তারপর হেড স্যার মন্ডল মশাইকে কিছু বলতে বল্লেন । মন্ডল মশাই সবাইকে নমস্কার জানিয়ে, হাত জোড় করে বলতে লাগলেন, “আমি আর কী বলব ? আমি মুখ্য সুখ্যু মানুষ । বিদ্যেবুদ্ধি কম। শিক্ষা দীক্ষা পাইনি। অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত আমার সম্বল। আপনারা অনেক বিদ্বান লোক এখানে রয়েছেন । তবুও, দুটে কথা আপনাদের বলি । আপনারা গাছ লাগাবার কথা বলছেন । গাছ লাগাবার দরকার আছে ঠিকই । কিন্তু কোন্ গাছ বেশি লাগাবেন ? আমি বলি সেই গাছ, যা সাধারণ মানুষের উপকারে লাগে । যেমন, আম, জাম, কাঁঠাল, শাল, নিম, মহুয়া । এ সব গাছের কাঠ ছাড়াও ফল, ফুল, পাতা, ডাল, রস, ছাল কত কি কাজে লাগে । শুধু মানুষ নয়, পশু পক্ষীরাও এ-সব গাছ থেকে নানা রকমের উপকার পায় । আমি গরীব মানুষ । তাই, যে সব গাছে গরীবের বেশি উপকার হয়, সেই সব গাছ বেশি করে লাগাতে বলছি।” এই বলে তিনি আবার নমস্কার জানিয়ে বসে পড়লেন ।

উৎসব শেষ হলো । আমরা চারাগাছ বিলি করতে বেরিয়ে পড়লাম । কিছু আমরাই লাগাবো । কিছু অন্যদের লাগাতে দেবো ।

নিজে করো

1. লেখো —

বৃক্ষ	= ক্ + ষ = ক্ষ	পরিষ্কার	= ষ্ + ক = ষ্ক
লক্ষ্মী	= ক্ + ষ + ম = ক্ষ্ম	স্কুল	= স্ + ক = স্ক
মুশ্কিল	= শ্ + ক = শ্ক	অঙ্ক	= ঙ্ + ক = ঙ্ক
হাল্কা	= ল্ + ক = ল্ক	মুগ্ধ	= গ্ + ধ = গ্ধ
বৃদ্ধ	= দ্ + ধ = দ্ধ	বিদ্বান	= দ্ + ব = দ্ব
জ্বর	= জ্ + ব = জ্ব	সত্ত্বেও	= ত্ + ব = ত্ব
ধ্বংশ	= ধ্ + ব = ধ্ব	লম্বা	= ম্ + ব = ম্ব
বিশ্বাস	= শ্ + ব = শ্ব	স্বয়ং	= স্ + ব = স্ব
অশ্বত্থ	= শ্ + ব + ত্ + থ = শ্ব, ত্থ		

2. পড়ো ও লেখো —

লক্ষ, লক্ষ্য, পক্ষী, সূক্ষ্ম, পুরস্কার, শুষ্ক,
অঙ্কুর, বিশ্ব, কক্ষে, ঈশ্বর, স্বদেশ, স্বপ্ন,
জ্বালাতন, উজ্জ্বল, ধ্বনি, রাক্ষস, কম্বল, দ্বার,
দ্বারা, বুদ্ধি, বুদ্ধ, যুদ্ধ, দুগ্ধ, দগ্ধ।

3. পড়ো ও মনে রাখো —

রোপণ	= পোঁতা।	রক্ষণ	= রক্ষা করা।
বৃদ্ধ	= বুড়ো।	বয়োবৃদ্ধ	= বয়সে বড়।
শ্রদ্ধার পাত্র	= সম্মানের যোগ্য লোক।	উদ্বোধন	= শুরু।
বিলম্ব	= দেরি।	কেতন	= পতাকা।

শূন্য = ফাঁকা । স্বচ্ছন্দে = সহজে ।

ধ্বংশ = নষ্ট । বর্ধন = বাড়ানো ।

শুদ্ধ = পরিষ্কার বিদ্বান = লেখাপড়া জানা লোক ।

বস্ত্র = কাপড় ।

4. বলো —

গ্রামে আজ কী পালন করা হচ্ছে ? ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ কৃষক কে ? প্রথমে কার বৃক্ষ রোপণ করার কথা ছিল ? গাছ পোঁতার গান কার লেখা ? তিনটি গাছের নাম করো, যার ফল পাখিরা খায় । শাল গাছের কী কী মানুষের কাজে লাগে ?

5. লক্ষ করো —

গত = গ + ত = 1 + 1

গর্ত = গ + র্ত = 1 + 2

ব্রাহ্ম = ব্রা + হ্ম = 2 + 2

বক্তৃতা = ব + ক্তৃ + তা = 1 +

সন্তুষ্ট = স + ন্তু + ষ্ট = 1 + 2 + 2

প্রকান্ড = প্র + কা + ন্ড = 2 +1 + 2

লক্ষ্মী = ল + ক্ষ্মী = 1 + 3

স্বচ্ছন্দ = স্ব + চ্ছ + ন্দ = 2 + 2 + 2

6. নিচের শব্দ থেকে বাছাই করে খালি জায়গাগুলি ভরে দাও —

(রবীন্দ্রনাথের , লক্ষ্মীদির, গাছপালাকে, গাছ, শ্বাস, বাতাস, পশুপক্ষীরাও)

(ক) .... দল শাঁখ বাজালো ।

(খ) .... লেখা বৃক্ষরোপণের গান শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল ।

(গ) বনরক্ষণ মানে .... বাঁচানো, ...পোঁতা ।

(ঘ) গাছপালা আমাদের শ্বাস নেবার .... শুদ্ধ করে ।

(ঙ) শুধু মানুষ নয়, ... এসব গাছ থেকে নানা রকমের উপকার পায় ।

7. পড়ো ও পার্থক্যগুলি বোঝো —

গাছ <u>লাগিও</u> । রং <u>লাগিও</u> না ।

সব <u>চেয়ে</u> বয়োবৃদ্ধ । বইটা চেয়ে আনো । গাছের <u>দৌলতে</u> আমরা বেঁচে আছি । ধনীর অনেক ধন <u>দৌলত</u> আছে । সে আগুন <u>জ্বালায়</u> । জ্বরের <u>জ্বালায়</u> কষ্ট পাচ্ছি । <u>শুদ্ধ</u> জল খাওয়া উচিত । সব <u>সুদ্ধ</u> দশটা গাছ বাগানে রয়েছে । এই গাছের <u>ফল</u> খুব সুস্বাদু । পরীক্ষার <u>ফল</u> ভাল হয়েছে ।

8. (ক) দশটা ফলের নাম বলো ।

(খ) তুমি বাগান করলে তাতে কী কী গাছ লাগাবে ?

(গ) তুমি কী গাছে চড়তে পারো ?

(ঘ) তোমাদের স্কুলে কি বাগান আছে ? সেই বাগানে তুমি কোন্ কোন্ গাছ দেখেছ ?

গল্প ভালো আমায় বলো

(ন্ধ, ঙ্গ, ন্ধ, ল্প, ল্গ, ম্প, ম্ফ, ষ্প, ম্প, জ্ঞ, স্থ)

ফাল্গুন মাসের এক মঙ্গলবার; সন্ধ্যা বেলা। এক দঙ্গল ছেলে মেয়ে হুড় মুড় করে ঢুকে পড়ল ঠাকুমার ঘরে। বলল, গল্প বল ।

ঠাকুমা বললেন, — কাল থেকে আমার জ্বর । কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। এখানে লম্ফঝম্প করে জ্বালাতন করিস না । বরং, যা ঠাকুর্দার কাছে । যাবার সময় লম্ফটা জ্বেলে দিয়ে যা ।

ছেলেরা লম্ফ জ্বেলে ছুটল ঠাকুর্দার কাছে । বলল, গল্প শুনব ।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞাসা করলেন, — কিসের গল্প ?

ফল্গু বলল, — পক্ষীরাজ ঘোড়ার ।

কল্পনা বলল, — না ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙ্গমীর ।

পুষ্প বলল, — না, না, রাক্ষসের গল্প হবে ।

অঞ্জলি বলল, — না ঠাকুর্দা । রূপকথার ওসব বানানো গল্প আর চলবে না। একেবারে সত্যিকারের গল্প বলতে হবে ।

ঠাকুর্দা বললেন, — স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আজ গল্প না বললে তোরা দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাঁধিয়ে ছাড়বি না । আচ্ছা তবে স্থির হয়ে বস । তোরা সবাই যা বলেছিস, তাই হবে । সত্যিকারের রূপকথা শোনাবো ।

এই বলে ঠাকুর্দা বলতে শুরু করলেন — এ কিন্তু অনেক দিন আগেকার কথা । ঠিক কত শত বৎসর আগেকার তা মনে নেই । তখন আমার নাম ছিল ডালিমকুমার । আমি ছিলাম বঙ্গদেশের রাজপুত্র । অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ জুড়ে ছিল আমাদের রাজত্ব । একদিন আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরোলাম । বন-জঙ্গল পেরিয়ে উপস্থিত হলাম একটা নতুন দেশে। গিয়ে শুনলাম, সেই দেশের রাজকন্যা কঙ্কাবতীকে রাক্ষসে ধরে নিয়ে গেছে। কোথায়, কেউ জানে না । তারই দুঃখে রাজা আর রাণী, আর তাদের প্রজারা দিন রাত চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে ।

আমি রাজবাড়ির সিংহদ্বারে গিয়ে ডঙ্কায় ঘা দিলাম । প্রহরীকে বললাম, 'আমি রাজার সঙ্গে দেখা করব।' সে আমায় রাজার কাছে নিয়ে গেল ।

আমি রাজাকে বললাম, মহারাজ ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । আমি কঙ্কাবতীকে উদ্ধার করে আনবই। প্রতিজ্ঞা করছি, ওকে না নিয়ে আমি ফিরব না ।

এই বলে, পক্ষীরাজের পিঠে চেপে বল্‌গায় টান দিলাম । পক্ষীরাজ শোঁ-শোঁ শব্দ তুলে উড়তে লাগল । বন পেরিয়ে গেল । পাহাড় ডিঙিয়ে গেল। জল-স্থল পার হলো । শেষে, সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে, আমরা নামলাম একটা গভীর জঙ্গলে । নিশুতি রাত । কী আর করি । পক্ষীরাজের বল্‌গাটা একটা গাছে বেঁধে তারই তলায় শুয়ে পড়লাম । তলোয়ারটা খুলে রাখলাম পাশে । মনে কোনো আশঙ্কা রইল না ।

তখন গভীর রাত্রি । হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল । দেখি, জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। তার মধ্যে কারা যেন কথা কইছে। এত রাত্রে কারা কথা বলে ? এদিক চাই, ওদিক চাই । জন মনিষ্যির চিহ্ন নাই। কে কথা বলে ? কারা কথা বলে ?

হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, গাছের ডালে বসে দু'টো শঙ্খ চিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, শঙ্খ চিল নয়। দুটো ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙামী । ওরাই পরস্পর কথা বলছে।

ব্যঙ্গমা বলছে, — রাজপুত্র বৃথাই ঘুরে মরছে । ও তো জানেনা কঙ্কাবতী কোথায় বন্দী হয়ে আছে !

ব্যঙ্গমী বলছে, — ঠিক্ বলেছ । ঐ শঙ্খপর্বত পেরিয়ে যে তেপান্তরের মাঠ, তার একপ্রান্তে যে রাক্ষসপুরী, তা তো রাজপুত্র জানে না। তাছাড়া, রাজপুত্র কি ঐ শঙ্খ পর্বত লঙঘন করে যেতে পারবে ? আমার তো বিশ্বাস হয় না ।

ব্যঙ্গমা বলছে, — ঠিক্ বলেছ ! ঠিক্ ।

এই বলে তারা উড়ে গেল ।

ওদের কথা শুনে, আমি লম্ফ দিয়ে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে বসলাম । পক্ষীরাজকে বললাম, চলো শঙ্খ পর্বত লঙঘন করে, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, রাক্ষসপুরীর দ্বারে ।

চোখের পলক ফেলতে দেরি হলো, তার আগে পক্ষীরাজ গিয়ে হাজির হলো রাক্ষসপুরীর দরজায় ।

খোলা তলোয়ার হাতে রাক্ষসপুরীতে ঢুকে কঙ্কাবতীকে খুঁজতে লাগলাম। কোথায় রাজকন্যা ? কোথায় রাক্ষস ? কেউ কোথায় নেই । শেষে একটা ঘরে ঢুকে দেখি, রাজকন্যা পালঙ্কে শুয়ে আছে। ঘুমে অচেতন । দুধবরণ

শয্যায় শঙ্খবরণ রাজকন্যা ঘুমে অচেতন ।

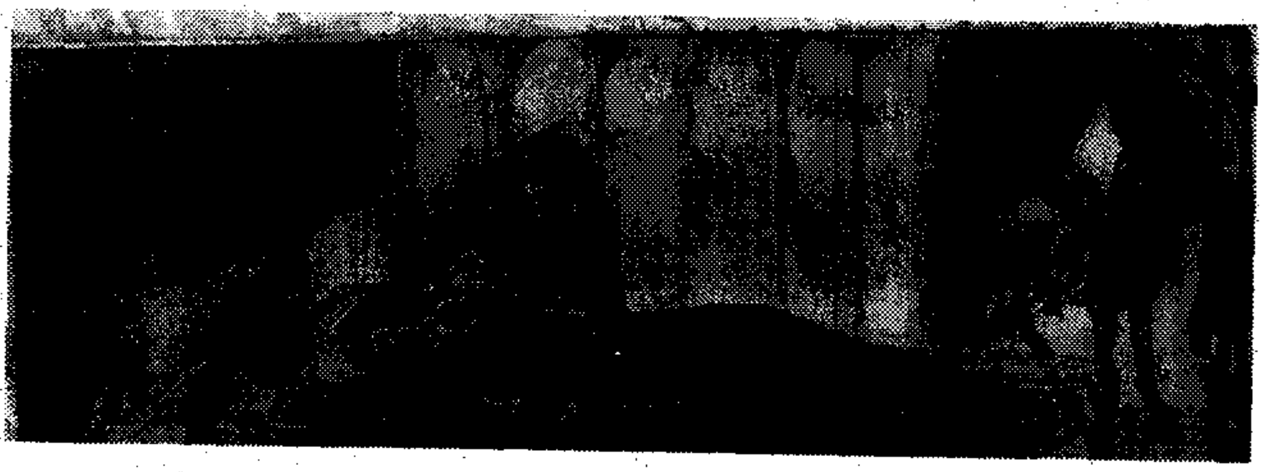

রাজকন্যাকে জাগাবার কত চেষ্টা করলাম । কিন্তু ঘুম আর ভাঙ্গে না। ওকে কত বললাম, ওঠো রাজকন্যা ওঠো । আমি এসেছি তোমায় উদ্ধার করতে । কিন্তু কিছুতেই ঘুম ভাঙল না। তখন দেখতে পেলাম শয্যায় রাখা আছে দুটো কাঠি — সোনার কাঠি, আর রুপোর কাঠি । ব্যাস, বুঝে গেলাম কি করতে হবে । সোনার কাঠিটা ওর চোখে ছুঁইয়ে দিতেই, তার স্পর্শে, রাজকন্যার জ্ঞান ফিরে এলো । চোখ মেলে চাইল । উঠে বসল ।

কিন্তু আমায় দেখেই রাজকন্যা অস্থির হয়ে পড়ল । বলতে লাগল, — পালাও; পালাও । কেন তুমি এখানে এসেছ ? রাক্ষসটা এক্ষুনি ফিরে এসে তোমায় মেরে ফেলবে । তুমি এক্ষুনি পালাও ।

আমি বললাম, — রাজকন্যা, তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ । এই দেখছ আমার তলোয়ার ? এর এক ঘায়ে ওর মাথা কেটে, তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাব। রাজকন্যা বলল, — তলোয়ারের ঘায়ে এ রাক্ষসকে মারা যাবে না । ওর প্রাণ লুকানো আছে একটা ভোমরার মধ্যে । ভোমরাটা আছে কৌটায়, কৌটা আছে ঐ পুকুরের নিচে। এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়ে কৌটার মধ্যেকার ঐ ভোমরাটাকে মারতে পারলে তবেই রাক্ষস মরবে ।

রাক্ষসপুরীর পিছন থেকে রাক্ষসের গর্জন শোনা গেল । তার মানে রাক্ষসটা ফিরছে। আমি একছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিলাম । এক শ্বাসে ডুব

দিয়ে, কৌটো খুলে, ভোমরাটাকে মেরে ফেললাম।

রাক্ষস মরল । কঙ্কাবতীকে উদ্ধার করে তার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। রাজ-রাণী খুশি হয়ে, কঙ্কাবতীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর দিলেন অর্ধেক রাজত্ব ।

পক্ষীরাজের পিঠে কঙ্কাবতীকে চাপিয়ে আমাদের রাজ্যে ফিরে এলাম । ব্যাস্, গল্প শেষ ।

অঞ্জলি বলল, — এই বুঝি তোমার সত্যি গল্প ?

ঠাকুর্দা বললেন, — হ্যাঁ রে, এক্কেবারে সত্যি !

ফল্গু জিজ্ঞাসা করল, — যদি সত্যি হয়, তাহলে পক্ষীরাজ ঘোড়াটা কোথায়?

ঠাকুর্দা বললেন, — ঐ তো, উঠোনে বাঁধা রয়েছে । ওটাকে তোরা ছাগল বলে জানিস। কিন্তু ওটাই সেই পক্ষীরাজ । মাগ্গিগন্ডার বাজারে ওকে ভাল করে খেতে দিতে পারিনা। তাই চেহারাটা ছোট হয়ে গেছে ।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, — তাহলে ওর ডানা নেই কেন ?

ঠাকুর্দা বললেন, — দুষ্টুমি করে ওটা আকাশে ঘুরে বেড়াত । মাঝে মাঝেই উড়ো জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত । তাই ওর ডানা দুটো ছাঁটাই করে, লুকিয়ে রেখেছি।

অঞ্জলি বলল, — তুমি খুব বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে পার । গল্পটা যদি সত্যি, তাহলে রাজকন্যা কঙ্কাবতী কই ?

ঠাকুমার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর্দা বললেন, — ঐ তো পাশের ঘরে কাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে । তোদের ঠাকুমাই সেই কঙ্কাবতী । আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে ঠাকুমাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ ।

এই বলে ঠাকুর্দা হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে তামাক খেতে লাগলেন । তাঁর মুখে, হুঁকোর নল আর ঠাট্টার হাসি লেগে রইল ।

নিজে করো

1. শেখো আর লেখো —

শঙ্খ = ঙ্ + খ = ঙ্খ	লম্ফ = ম্ + ফ = ম্ফ
বঙ্গ = ঙ্ + গ = ঙ্গ	স্পষ্ট = ষ্ + ট = ষ্ট
লঙ্ঘন = ঙ্ + ঘ = ঙ্ঘ	পুষ্প = ষ্ + প = ষ্প
বল্গা = ল্ + গ = ল্গ	স্পর্শ = স্ + প = স্প
গল্প = ল্ + প = ল্প	জ্ঞান = জ্ + ঞ = জ্ঞ
কম্প = ম্ + প = ম্প	স্থান = স + থ = স্থ

এক সপ্তাহের ফসল

— সপ্তাহেরি প্রথম দিনে কাজ নেইক কো কেন ?
— বলছি তবে শোন ।
সোমবারেতে হাল দিয়েছি
মঙ্গলেতে সার ।
বুধবারেতে বীজ বুনেছি ।
বৃহস্পতিবার
পার হয়েছে । গাছ বেড়েছে ।
শুক্রবারের পরে
শনিবারে ফসল কেটে
এলাম নিয়ে ঘরে ।
আজকে রবিবার,
কাজ নেইকো আর ।

নিজে করো

1. কবিতাটি মুখস্ত কর । খাতায় লেখো ।
2. সপ্তাহের সাতটি বারের নাম লেখ ।
3. **শুদ্ধ করে লেখো —**
   (ক) হাল বুনেছি
   (খ) বীজ কেটেছি
   (গ) গাছ দিয়েছি
   (ঘ) সার বেড়েছে
4. সপ্তাহের প্রথম দিনে কাজ নেই কেন ?
   সপ্তাহের প্রথম দিন কাকে বলা হয়েছে ?

হাঁস কার

(ব, দ্ধ, র্ধ্ব, ভ, ক্ষ)

ভগবান বুদ্ধের ছেলেবেলার নাম ছিল সিদ্ধার্থ । তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজপুত্র।

একদিন সিদ্ধার্থ তাঁর উদ্যানে বসেছিলেন । বসে বসে দেখছিলেন — বাগানের ফুল, নদীর জল, আকাশের মেঘ । দেখলেন, ঊর্ধ্ব আকাশে এক ঝাঁক হাঁস কলরব করে উড়ে যাচ্ছে । শুভ্র তাদের বর্ণ, ললিত তাদের ভঙ্গী, স্বচ্ছন্দ তাদের গতি । তাদের ডানার শব্দে ঊর্ধ্বাকাশে যেন সঙ্গীত-তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব সংসারে সম্পূর্ণ শান্তি ছেয়ে রয়েছে ।

এমন সময় হঠাৎ আর্ত চিৎকারে আকাশ ভরে উঠল ।ধপ্ করে একটা হাঁস এসে পড়ল তাঁর পায়ের কাছে । তার বুকে বিঁধে রয়েছে তীক্ষ্ণ একটা তীর । ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরছে । হাঁসটা ক্রমে নিস্পন্দ হয়ে পড়ছে ।

বেদনা ও করুণায় সিদ্ধার্থের মন ভরে গেল । তিনি তাড়াতাড়ি হাঁসটিকে

মাটি থেকে কোলে তুলে নিলেন। তীরের ফলাটি টেনে বের করলেন । তারপর অসীম যত্নে পাখিটিকে সুস্থ করে তুললেন। আদর ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ।

এমন সময় সেখানে হাজির হ'ল দেবদত্ত । সম্পর্কে সে সিদ্ধার্থর আত্মীয় — খুড়তুতো ভাই । তার হাতে ধনুক, কোমরে অস্ত্র । সে এসেই বলল, ওই পাখিটা আমার। ওটা আমাকে দাও ।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, পাখিটার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ ? ওটা তোমার হ'ল কি করে ?

দেবদত্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে বলল, দেখছ না, ওটা আমিই মেরেছি । কাজেই ওটা আমারই প্রাপ্য ।

সিদ্ধার্থ বললেন, যে প্রাণ রক্ষা করে, প্রাণটা তারই পাওনা হয় ।

হত্যাকারীর চেয়ে রক্ষাকারীর অধিকার বেশি । তুমি ওকে মেরেছিলে, আমি ওকে বাঁচিয়েছি । তাই ওর উপর আমার অধিকারই বেশি । আমার প্রাণ থাকতে পাখিটিকে তোমায় দেব না ।

এই বলে সিদ্ধার্থ পাখিটাকে উড়িয়ে দিলেন । দেবদত্ত মাথা নিচু করে ফিরে গেল ।

নিজে করো

1. লেখো —

শব্দ = ব্ + দ = ব্দ — শতাব্দী, জব্দ

ক্ষুব্ধ = ব্ + ধ = ব্ধ — লুব্ধ, লব্ধ

সান্ত্বনা = ন্ + ত + ব = ন্ত্ব — সান্ত্বনা

তীক্ষ্ণ = ক + ষ + ণ = ক্ষ্ণ

2. পড়ো ও মনে রাখো

উদ্যান	—	বাগান।	ঊর্ধ্ব	—	উপর।
কলরব	—	আওয়াজ।	শুভ্র	—	সাদা।
বর্ণ	—	রঙ।	ললিত	—	সুন্দর।
ভঙ্গি	—	ঢঙ।	স্বচ্ছন্দ	—	অবাধ।
আর্ত	—	কাতর।	সঙ্গীত-তরঙ্গ	—	গানের ঢেউ।
সম্পূর্ণ	—	পুরো।	তীক্ষ্ণ	—	সূচাল।
ক্ষত	—	আঘাত।	নিস্পন্দ	—	অসাড়।
করুণা	—	দয়া।	সুস্থ	—	নীরোগ।
সান্ত্বনা	—	শান্তকরা।	সম্বন্ধ	—	যোগ।
প্রাপ্য	—	পাওনা।	রক্ষা	—	বাঁচানো।
হত্যা	—	মেরে ফেলা।			

3. উত্তর দাও —

সিদ্ধার্থ কী নামে বিখ্যাত হয়েছেন ? সিদ্ধার্থ কোথাকার রাজপুত্র ছিলেন ? হাঁসের বুকে কী বিঁধে ছিল ? দেবদত্ত সিদ্ধার্থর কী রকম ভাই ? ক্ষত থেকে কী ঝরছিল ? সিদ্ধার্থ কেন পাখিটা দিলেন না ?

4. যে অংশটি ঠিক নয়, সেটি কেটে দাও —

সিদ্ধার্থ তার উদ্যানে (বসেছিলেন / শুয়েছিলেন) ।

বিশ্ব সংসারে (শান্তি / অশান্তি) ছেয়ে রয়েছে ।

হাঁসটা আহত হয়েছিল (তলোয়ারের / তীরের) আঘাতে ।

সিদ্ধার্থ হাঁসটি উড়িয়ে দিয়ে (ভুল / ঠিক) করলেন ।

বর্ষপঞ্জী

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মকালে
সূর্য গগন তলে, অগ্নি ঢালে ।

আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে বর্ষাকালে,
আকাশে মেঘেরা ওড়ে হাল্কা চালে ।

ভাদ্র ও আশ্বিনে শরৎ আসে
ধরণী ওড়ায় ধ্বজা গুচ্ছ কাশে ।

কার্তিক, অঘ্রাণে হেমন্তিকা,
পাকা ধানে এঁকে দেয় মাঙ্গলিকা ।

পৌষ, মাঘ দুই মাস, যেন শীত - বুড়ি,
বসে থাকে কুয়াশার দিয়ে কাঁথা মুড়ি ।

ফাল্গুন, চৈত্রের বাসন্তিকা —
বর্ণে, গন্ধে তোলে রঙীন শিখা ।

নিজে করো

1. **পড়ো ও মনে রাখো —**

পঞ্জী — পাঁজি ।
গগন — আকাশ ।
অগ্নি — আগুন ।
ধরণী — পৃথিবী ।
ধ্বজা — পতাকা ।
গুচ্ছ — গোছা ।
মাঙ্গলিকা — শুভচিহ্ন ।

2. **ঋতুর নামগুলি সঠিক মাসের নিচে লেখো —**

গ্রীষ্ম,	বর্ষা,	শরৎ,
হেমন্ত,	শীত,	বসন্ত,
বৈশাখ,	জ্যৈষ্ঠ,	আষাঢ়,
শ্রাবণ,	ভাদ্র,	আশ্বিন,
কার্তিক,	অগ্রহায়ণ,	পৌষ,
মাঘ,	ফাল্গুন,	চৈত্র ।

3. **মাস ও ঋতুর নামগুলি মুখস্ত করো ।**

4. **নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করো ।**

গগন, হাল্কা, কাশফুল, কুয়াশা, রঙিন ।

5. কবিতাটি মুখস্ত করো ও আবৃত্তি করো ।

সমাজ সেবক

যারা সমাজের সকলের ভালর জন্য কাজ করে, তাদের আমরা সমাজ - সেবক বলি । যেমন, চাষী, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতোর, ময়রা, মুদী, ধোপা, নাপিত, মেথর, চৌকিদার, ডাক পিওন, ডাক্তার, কবিরাজ, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি। এরা সবাই সমাজ সেবক ।

এদের এক একজনের এক এক রকম কাজ । চাষিরা চাষ করে ফসল ফলায় — ধান, গম, ডাল, শাক - সব্জি । তাই খেয়ে গ্রাম ও শহরের লোকেরা জীবন ধারণ করে ।

জেলেরা মাছ ধরে, মাছ চাষ করে । তারা খাল-বিল, নদী-নালা,

সাগর মহাসাগর থেকে মাছ ধ'রে আমাদের মাছ যোগায় । তাঁতি তার তাঁতে আমাদের জন্য কাপড় বোনে । কামার লোহার কাজ ক'রে — কড়াই, হাতা,

খুন্তি, লাঙলের ফাল, কোদাল, কুড়ুল প্রভৃতি তৈরি করে । কুমোর বানায় মাটির জিনিষপত্র, খেলনা, চালের খাপরা । যারা কাঠের দরজা-জানলা, চেয়ার - টেবিল বানায়, তাদের বলে ছুতোর ।

ময়রা আমাদের নানা রকমের মিষ্টি যোগায় । মুদী যোগায় তেল-নুন, চাল-ডাল, মশলা পাতি। ধোপা আমাদের কাপড় কাচে । মুচি জুতো তৈরি করে । মেথর ঘর-দোর, পথ-ঘাট পরিষ্কার রাখে । ডাক্তার কবিরাজ আমাদের রোগের চিকিৎসা করে ।

পিওন চিঠি বিলি করে। চৌকিদার ও পুলিশ পাহারা দেয় । আজকাল প্রতিটি ব্লক অফিস থেকে একজন ক'রে গ্রাম-সেবক ও গ্রাম সেবিকা নিয়োগ করা হয়েছে। তারাও নানাভাবে গ্রামবাসীদের সেবা করার চেষ্টা করে ।এই সব সমাজ সেবকদের সাহায্যে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারি ।

নিজে কর

1. এই কাজগুলি যারা করে, তাদের নাম বলো —

চাষ করে <u>চাষি</u>

কাপড় বোনে .... রোগ সারায় ....

লোহার কাজ করে .... মিষ্টি বানায় ....

কাঠের কাজ করে .... কাপড় কাচে ....

মাটির কাজ করে .... চুল ছাঁটে ....

পাহারা দেয় ....

2. কোন জিনিষটা কার কাজে লাগে, তা পাশে লেখো —

চাকা —— কুমার লাঙল ——

মাকু —— হাপর ——

সোডা সাবান —— করাত ——

রিক্সা	——	জাল	——
স্টেথো	——	ক্ষুর- কাঁচি	——

3. কে কি করে বলো —

মুচি,	মুদী,	মেথর,	পিওন,
কামার,	কুমোর,	কবিরাজ,	ড্রাইভার ।

4. কে কোন্ জিনিস তৈরি করে বলো —

জুতো ——

রসগোল্লা ——

কাস্তে ——

কুঁজো ——

গামছা ——

টেবিল ——

ওষুধ ——

লাঙল ——

তাঁত ——

কবিতা গুচ্ছ

ছোটদের মনে সৌন্দর্য বোধ ও ছন্দবোধ বিকশিত করার জন্য চিত্রময় ও ছন্দময় কয়েকটি আকর্ষণীয় কবিতা এখানে দেওয়া হল । এগুলি থেকে প্রশ্নোত্তর না শেখালেও চলবে । শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করা হচ্ছে এই সরস কবিতাগুলিকে ছন্দ বজায় রেখে স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্ত করে নিয়ে আবৃত্তি করতে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন ।

(ক) উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিমডিম রবে,
সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে ।
পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারায়
সান্ধ্য বসুন্ধরা তন্দ্রা হারায় ।
তাল - গাছে তাল - গাছে পল্লবচয়
চঞ্চল হিল্লোলে কল্লোল ময় ।
আম্রের মঞ্জরী গন্ধ বিলায়
চম্পার সৌরভ শূন্যে মিলায় ।
দান করে কুসুমিত কিংশুক বন
সাঁওতাল-কন্যার কর্ণ ভূষণ ।
অতিদূর প্রান্তরে শৈল চূড়ায়
মেঘেরা চীনাংশুক - পতাকা ওড়ায় ।
ঐ শুনি পথে পথে হৈ হৈ ডাক,
বংশীর সুরে তালে বাজে ঢোল ঢাক ।
নন্দিত কণ্ঠের হাস্যের রোল
অম্বর তলে দিল উল্লাস দোল ।
ধীরে ধীরে শর্বরী হয় অবসান ।
উঠিল বিহঙ্গের প্রত্যুষ গান ।
বনচূড়া রঞ্জিল স্বর্ণ লেখায়
পূর্ব দিগন্তের প্রান্তরেখায় ।

(খ) সরস্বতী

বুদ্ধদেব বসু

বলতে পারো সরস্বতীর
    মস্ত কেন সম্মান ?
বিদ্যে যদি বলো তবে
    গণেশ কিছু কম যান ?
সরস্বতী কি করেছেন ?
    মহাভারত লেখেন নি,
ভাব দেখে তো হচ্ছে মনে
    তর্ক করাও শেখেন নি ।
তিন ভুবনে গণেশ দাদার
    নেই জুড়ি পান্ডিত্যে,
তবুও তাঁর বোনের দিকেই
    ভক্তি কেন চিত্তে ?
সমস্ত রাত ভেবে ভেবে
    এই পেয়েছি উত্তর,
বিদ্যে যাকে বলি তারই
    আর একটি নাম সুন্দর ।।

(গ) দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপখান তিনদাঁড় -
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন ভর
দ্যায় দূর পাল্লা

কঞ্চির তীর ঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে ।

চুপচুপ ঐ ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি ।

রূপশালী ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপ ছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালী ধান ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা ।

(সংক্ষেপিত)

(ঘ) সাত সকালে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওমা, ওমা, মাগো,
সাত-সকালে যখন তুমি জাগো,
নীল আকাশের তলে
দেখতে পাওনা মিটমিটিয়ে জ্বলে
ছোট্ট একটি তারা ?
মিন্টু পিসি ছাড়া
কেউ জানেনা, তারাই ওটা নয়,
সারা আকাশময়
সঙ্গী খোঁজে ছোট্ট একটী ছেলে
মাটির প্রদীপ জ্বেলে ।
প্রদীপও নয় ঠিক,
হয়তো চোখের আলোর ঝিকিমিক্ ।
হয়তো বা তাও ভুল;
হয়তো কোনো নাম-না-জানা ফুল ।
ওমা, ওমা, মাগো ।
তুমি যখন জাগো,
দেখতে পাওনা নীল আকাশের তলে
মিটমিটিয়ে জ্বলে
ছোট্ট একটি প্রদীপ, তন্দ্রাহারা ?
তোমরা বল, তারা ।

(ঙ) ভর দুপুরে

আল মাহমুদ

মেঘলা নদীর শান্ত মেয়ে তিতাসে
মেঘের মত পাল উড়িয়ে কী ভাসে !
মাছের মত দেখতে এ কোন্ পাটুনী
ভর দুপুরে খাটছে সখের খাটুনি ।
ওমা এ যে কাজল বিলের বোয়ালে
পালের দড়ি আটকে রেখে চোয়ালে
আসছে ধেয়ে লম্বা দাড়ি নাড়িয়ে,
ঢেউয়ের বারি নাওয়ের সারি ছাড়িয়ে ।
কোথায় যাবে কোন্ উজানে ও - মাঝি
আমার কোলে খোকন নামের যে - পাজি
হাসছে, তারে নাওনা তোমার নায়েতে
গাঙ শুশুকের স্বপ্নভরা গাঁয়েতে;
সেথায় নাকি শালুক পাতার চাদরে
জলপিপিরা ঘুমায় মহা আদরে,
শাপলা ফুলের শীতল সবুজ পালিশে
থাকবে খোকন ঘুমিয়ে ফুলের বালিশে ।

(চ) ছাগল ছানা

স্বদেশ রঞ্জন দত্ত

ছাগল ছানা ছাগল ছানা
কে দিলোরে শিং দুখানা ?
পথের পাশে কুড়িয়ে পাওয়া ?
না হয় বাজার থেকেই কেনা,
কী আর তাতে ! একটা খুলে
আমার মাথায় পরিয়ে দেনা !
পুঁচকে দুটো শিঙের বাহার
দেমাক কতো; দেখায় ভারি !
ওর চেয়ে ঢের মস্ত বড় —
আমিও শিং গড়তে পারি ।
ছাগল ছানা আয়না ঘরে
রাগ করেছিস আমার পরে ?
খাবি ? দেব বেলের পানা ?
চুল আঁচড়ে, টিপ পরিয়ে
রাঙতা দিয়ে চুর গড়িয়ে -
যা চাস দেবো, তা-ও দিবি না ?
আমিও সব দিচ্ছি কি না !